ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-175 ■ 26 March, 2026 ■ আগরতলা ২৬ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ১১ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিম এশিয়ার

সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল থেকে ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনা সরকারের লক্ষ্য ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (আইএএনএস)।। পশ্চিম এশিয়ার চলমান সঙ্কটের আবহে ভারতীয়দের নিরাপত্তা, গ্যাস ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এবং দীর্ঘমেয়াদি শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল থেকে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনা সরকারের প্রথম লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই ৩.৭৫ লক্ষেরও বেশি ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যার মধ্যে ইরান থেকে ৭০০-র বেশি মেডিক্যাল ছাত্রও রয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও চিকিৎসা পরিষেবাও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে একাধিক দফায় কথা বলেছেন তিনি। পাশাপাশি উপসাগরীয় দেশগুলি, ইরান, ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত। হরমুজ প্রণালী পুনরায় চালু করার বিষয়েও আলোচনা চলছে।

ভারত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, সাধারণ নাগরিক, অবকাঠামো এবং জ্বালানি ও পরিবহণ ব্যবস্থার উপর হামলা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং সব পক্ষকেই শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে এগোতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে, দেশের জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়েও আশ্বস্ত করেছে কেন্দ্র। সব রিফাইনারি উচ্চ ক্ষমতায় কাজ করছে, পর্যাপ্ত অপরিশোধিত তেলের মজুত রয়েছে এবং পেট্রোল-ডিজেলের সরবরাহ স্বাভাবিক। গুজবের জেরে কিছু এলাকায় অযথা মজুতদারি বা আতঙ্কজনক কেনাকাটা হচ্ছে বলে জানিয়ে তা খারিজ করেছে সরকার।

সরকার জানিয়েছে, বিভিন্ন দেশ থেকে অপরিশোধিত তেল ও এলপিজি বোঝাই জাহাজ ইতিমধ্যেই ভারতে পৌঁছেছে। বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেরলমে

বিজেপির দুটি প্রচার, যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আসন্ন কেরলম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে কেরলম সফরে রওনা হচ্ছেন।

২৬ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা সকাল ১০.৩০ টায় কান্নুরে পৌঁছাবেন।

পরে দুপুর ২.৩০ টায় তিনি কালপেট্টা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত মালাভায়ালের সমর্থনে চন্দ্রগিরি অডিটোরিয়ামে একটি বিশাল নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেবেন।

এই নির্বাচনী প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে বিকাল ৩.৫০ টায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা ধর্মদোম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিজেপি প্রার্থী কে. রেনিথকে সমর্থন করার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসিতে এবার নিশ্চিত ভাবে সরকার গড়বে বিজেপি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ ।। এডিসিতে এবার সরকার গড়বে বিজেপি। আজ লংতরাইভ্যালিতে তিন দলীয় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে এমনটাই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালিতে বিজেপির মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে আয়োজিত র‍্যালিতে জনজাতি মানুষের ব্যাপক সাড়া মিলেছে।

এদিন বিজেপি প্রার্থীরা বিপিন দেববর্মা (দামছড়া-কচুচেরা), সুকেশ দত্ত বড়ুয়া (মনু-ছৈলেংটা) এবং এসমেল জয় ত্রিপুরা (ছাওমানু)লংতরাইভ্যালির মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়ন জমার আগে

আয়োজিত বিশাল র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা। র‍্যালিতে জনজাতি মানুষের বিপুল অংশগ্রহণ দলের প্রতি তাদের আস্থা আরও দৃঢ় হয়েছে বলেই দাবি করেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তারা বলেন, এডিসির সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিই মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া তৈরি করেছে।

অন্যদিকে, তিপরা মথা পরিচালিত এডিসি প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিজেপি দাবি করেছে, উন্নয়নমূলক কাজ উপেক্ষিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভয়ঙ্কর বাস দুর্ঘটনা

বুধবার বিকালে যাত্রী ভর্তি বাস পারাপারের সময় পড়লো নদীতে। ১৪ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ প্রায় ৩০ জন। বাংলাদেশের রাজবাড়ির গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ঘাটে নদী পাড়ি দিতে অপেক্ষমাণ ঢাকাগামী যাত্রীবাহী বাস ফেরির ধাক্কায় পদ্মা নদীতে পড়ে যায়। শেষ সংবাদে জানা যায়, এখনও চলছে অন্য যাত্রীদের উদ্ধারের চেষ্টা।

শান্তিরবাজারে মনোনয়ন ঘিরে মথা বিজেপির সংঘর্ষে আহত ৪, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ মার্চ ।। এডিসি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে আজ শান্তিরবাজারে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি ও তিপরা মথার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে পরিস্থিতি সংঘর্ষের রূপ নেয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বক বিজেপির মনোনয়ন মিছিল চলাকালীন তিপরা মথার একটি উন্মুক্ত প্রচারের গাড়ি মিছিলে ঢুকে পড়ে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই গাড়ির সঙ্গে একটি বাইকের সংঘর্ষ হয়, যার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনায় চারজন বিজেপি কর্মী গুরুতরভাবে আহত হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার পর বিজেপির পক্ষ থেকে মন্ডল কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তিপরা মথার মনোনয়ন জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময় সকাল ১১টা থাকলেও তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করেনি। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে তিপরা মথার একটি ম্যাক্সি গাড়ি হঠাৎ বাজার এলাকায় ঢুকে একটি বাইক ও বিজেপির প্রচার গাড়িতে ধাক্কা দেয়। এই ঘটনায় চারজন আহত হন বলে জানান তিনি।

শ্যামলাল দেবনাথ আরও অভিযোগ করেন, তিপরা মথা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিজেপি কর্মীরা সংযম দেখিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

পাকিস্তানের মন্তব্যে কড়া প্রতিক্রিয়া

ভারতের অভ্যন্তরীন বিষয়ে বলার অধিকার নেই ঃ বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) ।। কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেত্রী আসিয়া আন্দ্রাবিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের মন্তব্যকে তীব্র ভাষায় খারিজ করল ভারত। বুধবার বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানায়, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বা বিচারব্যবস্থা নিয়ে মন্তব্য করার কোনও অধিকার পাকিস্তানের নেই।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "একটি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন এবং তার সদস্যদের সমর্থনে পাকিস্তানের বিবৃতি আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় বা বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে মন্তব্য করার কোনও অধিকার তাদের নেই। দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদকে মদত দিয়ে আসা একটি দেশের পক্ষ থেকে এমন মন্তব্য আসায় অবাক হওয়ার কিছু নেই।"

তিনি আরও বলেন, "মিথ্যা প্রচার ও ভিত্তিহীন বক্তব্য ছড়ানোর বদলে পাকিস্তানের উচিত নিজেদের দেশে চলতে থাকা গুরুতর ও পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আত্মসমালোচনা করা।"

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দিল্লির একটি আদালত আসিয়া আন্দ্রাবিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ষড়যন্ত্র ও ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। একইসঙ্গে তার সহযোগী সোফি ফেহমিদা ও নাহিদা নাসরিনকে ৩০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কার্কারদূমা আদালতের অতিরিক্ত সেশনস বিচারক চন্দর জিত সিংহ রায়ে বলেন, দোষীদের কার্যকলাপ "ভারতের অস্তিত্বের উপর সরাসরি আঘাত" হেনেছে এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়েছিল।

আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, অভিযুক্তরা সরাসরি সহিংসতা না ঘটালেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সংকট ভোগান্তিতে কল্যাণপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ ।। গ্রীষ্মের শুরুতেই তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন কল্যাণপুর ব্লকের বাসিন্দারা। বিশেষ করে পশ্চিম দ্বারিকাপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কল্যাণপুর বাজার এলাকায় গত এক সপ্তাহ ধরে জল সংকট চরম আকার ধারণ করেছে, যার ফলে নিত্যদিনের জীবনযাত্রা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকাটি কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিলারদের সঙ্গে বৈঠক

রাজ্যে গ্যাস ও পেট্রোলের মজুত নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর সতর্কবার্তা খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ ।। খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রজ্ঞা ভবনের ১ নং হলে আজ পেট্রোলিয়াম ডিলার ও এল.পি.জি. গ্যাস সরবরাহকারী এজেন্সির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা এবং রাজ্যস্তরের ভোক্তা সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী পেট্রোলিয়াম পণ্যের সরবরাহ ও বিতরণ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে পেট্রোলিয়াম ডিলার ও এল.পি.জি. সরবরাহকারী এজেন্সির প্রতিনিধিদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রাজ্যের কোথাও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বা এল.পি.জি. গ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী ঘাটতি আছে কিনা মানুষ সঠিক নির্ধারিত মূল্যে তা পাচ্ছে কিনা, এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে তিনি ডিলারদের সাথে মতবিনিময় করেন।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যাতে রাজ্যে গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসমূহ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি না ছড়ায় সে বিষয়ে দপ্তরের আধিকারিক, ডিলার, এজেন্সি সহ সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। তিনি সভায় জানান, রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল বা এল.পি.জি. গ্যাসের কোনও ঘাটতি নেই। তবে আগামীদিনে যাতে এ বিষয়ে কোনও ক্রাইসিস তৈরি না হয় সেজন্য আরবান এলাকায় ২৫ দিন এবং গ্রামীণ এলাকায় ৪৫ দিনের ব্যবধানে এল.পি.জি. গ্যাস সংগ্রহে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে তা করা হয়েছে। এনিয়ে যাতে জনমনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর বিমানবন্দরের জমি

বে-আইনি দখল ও নির্মাণের অভিযোগে এএআইকে চিঠি বিধায়ক বীরজিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ ।। কৈলাসহর বিমানবন্দরের জমিতে বেআইনি দখল এবং অনুমতি ছাড়াই নির্মাণকাজ চলার অভিযোগ তুলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা। এ বিষয়ে তিনি এএআই-এর আগরতলা বিমানবন্দরের ডিরেক্টরের কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন।

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, কৈলাসহর বিমানবন্দরের অধীনস্থ জমির একাধিক অংশ বর্তমানে

বেআইনি দখলের শিকার হচ্ছে। ওই জমিতে অনুমতি ছাড়াই রাস্তা নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজ চলছে, যা সম্পূর্ণভাবে নিয়মবহির্ভূত।

বিধায়ক আরও অভিযোগ করেন, সরকারি পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট সঞ্জীব দেবরায় দ্রুতগতিতে ওই জমি ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ধরনের কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই হচ্ছে বলে তিনি দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোট

পর্ষদের ফল প্রকাশ পিছোতে পারে ঃ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ ।। এডিসি নির্বাচনের কারণে টিবিএসই-র উত্তরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দেরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরি।

তিনি জানান, আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহু শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন, যার প্রভাব পড়তে পারে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায়। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী সম্পন্ন করার পরিকল্পনা থাকলেও, এবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল বৈশাখীর তান্ডবে বিদ্যুতের ক্ষতি ২ কোটি ছাড়িয়ে ঃ নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ ।। চৈত্রের আগমনী লগ্নেই আচমকা নেমে আসা কালবৈশাখীর তাণ্ডব যেন মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করে দিয়েছিল রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলার স্বাভাবিক জনজীবন। মার্চ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ শুরুর আগেই আকাশ ভেঙে পড়া ঝড়-বৃষ্টির এই দুর্যোগে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে। তবে বিপর্যয়ের সেই গভীর অন্ধকার কাটিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতিকে অনেকটাই স্বাভাবিক করে তুলতে সক্ষম হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডএটাই সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর। কিন্তু পরিকাঠামোগত ক্ষতি সারিয়ে উঠতে নিগমকে বেশ বেগ পেতে হবে আগামী দিনে। গত ১৩ই মার্চ থেকে শুরু হওয়া কালবৈশাখীর দাপট এবং টানা ভারী বর্ষণে রাজ্যের আটটি জেলার বিদ্যুৎ পরিকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোথাও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল গাছ উপড়ে পড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে দিয়েছে, কোথাও আবার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে একের পর এক বৈদ্যুতিক খুঁটি। গ্রামীণ জনপদ থেকে শুরু করে শহুরে অঞ্চলত্রিপুরার বিস্তীর্ণ এলাকা কয়েকদিনের জন্য অন্ধকারে ডুবে যায়। বিশেষ করে ধলাই, ঊনকোটি এবং খোয়াই জেলার মতো এলাকাগুলিতে ঝড়ের তাণ্ডব এতটাই প্রবল ছিল যে, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন হাই ভোল্টেজ লাইন ছিঁড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক জায়গায় ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে যাওয়ায় গোটা এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে।

এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল একদিকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির হিসাব সামলানো, অন্যদিকে দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরুদ্ধার করা। নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, এবারের এই অকাল দুর্যোগে সংস্থাটি প্রায় ২ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যের আটটি জেলার প্রতিটি সার্কেলেই কমবেশি পরিকাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে। তিনি জানান, ১৩ই মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত চলা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ্যজুড়ে প্রায় ৯০ কিলোমিটারেরও বেশি পরিবাহী তার সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও ৪০০-রও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর উপনির্বাচন ৬ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ মার্চ ।। আসন্ন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এদিন মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি বা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরী জানান, জমা পড়া মোট ছয়টি মনোনয়নপত্রই আইনত বৈধ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বেলা প্রায় ১১টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২৬ মার্চ, ২০২৬ ইং
১১ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সংঘাত বন্ধের উদ্যোগ জরুরী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ইরানের সর্বাত্মক যুদ্ধ তৃতীয় সপ্তাহে গড়াইলেও এ রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধের কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যাইতেছে না। ফলে এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইবে বলিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন। সত্যি সত্যি যদি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহা হইলে পুরো বিশ্বকে এর জের বহন করিতে হইবে। তাই জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে এখনই যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হইবে। ইরানের প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেন, এ অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘাত শুরু করিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল। কাজেই তাহা বন্ধ করিবার দায়িত্ব তাহাদেরই। যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইলে ইরানের তিনটি শর্ত মানিয়া নিতে হইবে। এগুলো হইতেছে, ইরানকে ভবিষ্যতে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাইবে না; যুদ্ধের কারণে ইরানের যে ক্ষতি হইয়াছে সে জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে নিশ্চিত করিতে হইবে যে তাহারা ভবিষ্যতে আর কখনোই ইরানে হামলা করিবে না।ইরানের এ তিনটি দাবির ব্যাপারে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। ইরানের গভীরে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিতেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের যৌথ বাহিনী। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মনে হইতেছে, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের যে সংঘাত শুরু হইয়াছে, তাহা সহসাই শেষ হইতেছে না। যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বি-১ বোমারু বিমানগুলোকে 'জয়েন্ট ডাইরেক্ট অ্যাটাক মিউনিশনস' (জেডিএএম) দিয়া সাজানো হইতেছে। এর মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সংরক্ষণের মতো ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় হামলা চালাইবে। বি-১ বোমারু বিমানগুলো সাধারণত শত শত মাইল দূর থেকে লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানিতে পারে। জেডিএএম বোমা নিক্ষেপ করিতে হইলে লক্ষ্যবস্তুর অন্তত ২৫ মাইলের মধ্যে থাকিতে হয়। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে বার্তা দিতে চাইতেছে যে, তাহাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সংরক্ষণাগার নিরাপদ নয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইরানি সীমানায় ৪টি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে। বর্তমানে ইরানের সঙ্গে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের যে সংঘাত, তাহা হঠাৎ করিয়াই শুরু হয়নি। এর দীর্ঘ পটভূমি রহিয়াছে। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে আমেরিকাপন্থি বলিয়া পরিচিত রেজা শাহ পাহলভি ক্ষমতাচ্যুৎ হইলে নির্বাসিত নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হন। মূলত তখন থেকেই ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সম্পর্ক খারাপ হইতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্নভাবে ইরানি জনগণকে আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামপন্থিদের সরাইয়া তাহাদের পছন্দনীয় সরকার গঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এমনকি জিমি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে একবার ইরানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা

হইয়াছিল। কিন্তু সেই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং বেশকিছু মার্কিন হেলিকপ্টার ধ্বংস হয় এবং সেনা নিহত হয়। রেজা শাহ পাহলভি সরকারের সঙ্গে ইরানি জনগণের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। খোমেনির নেতৃত্বে ইরানি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। ইরান কঠোর ইসলামি শাসনের আওতায় পরিচালিত

হইতে থাকে। কিছুদিন আগে ইরানে সরকারবিরোধী যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার পেছনেও যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধন ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। ইরান সরকার সে বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন করে।

বর্তমানে ইরানের সঙ্গে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের যে সংঘাত, তাহা হঠাৎ করিয়াই শুরু হয়নি। এর দীর্ঘ পটভূমি রহিয়াছে। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে আমেরিকাপন্থি বলিয়া পরিচিত রেজা শাহ পাহলভি ক্ষমতাচ্যুৎ হইলে নির্বাসিত নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হন। মূলত তখন থেকেই ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সম্পর্ক খারাপ হইতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্নভাবে ইরানি জনগণকে আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামপন্থিদের সরাইয়া তাহাদের পছন্দনীয় সরকার গঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এমনকি জিমি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে একবার ইরানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং বেশকিছু মার্কিন হেলিকপ্টার ধ্বংস হয় এবং সেনা নিহত হয়। রেজা শাহ পাহলভি সরকারের সঙ্গে ইরানি জনগণের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। খোমেনির নেতৃত্বে ইরানি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। ইরান কঠোর ইসলামি শাসনের আওতায় পরিচালিত হইতে থাকে। কিছুদিন আগে ইরানে সরকারবিরোধী যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার পেছনেও যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধন ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। ইরান সরকার সে বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন করে।

উপনির্বাচন: ধর্মনগরে ৮৫ বছরের উর্ধ্বে প্রবীণ নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৩ দিন ভোটগ্রহণ

আগরতলা, ২৫ মার্চ: ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ৮৫ বছরের উর্ধ্বে বয়স্ক নাগরিক, দিব্যাঙ্গ এবং অন্যান্য যোগ্য ভোটার যারা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবেন না, সেই সকল ভোটারদের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণ করা হবে আগামী ৩১ মার্চ, ১ এপ্রিল ও ২ এপ্রিল, ২০২৬। তবে এরজন্য ঐ সকল ভোটারদের ফর্ম ১২ডি পূরণ করে তা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে যোগ্য ভোটারদের পোলিং টিম কোনদিন তাদের বাড়ি যাবেন ভোটগ্রহণ করার জন্য তা আগাম জানানো হবে। এইক্ষেত্রে পোলিং টিমের সাথে প্রার্থীদের নির্বাচনী এজেন্ট বা তাদের প্রতিনিধি হিসেবে ২ জন করে নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত থাকতে পারবেন। ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

তিনদিন ব্যাপী ব্রহ্মকুন্ড মেলা ও প্রদর্শনী শুরু

আগরতলা, ২৫ মার্চ: অশোকাষ্টমী তিথি উপলক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী ব্রহ্মকুন্ড মেলা ও প্রদর্শনী আজ থেকে শুরু হয়েছে। এই মেলা ও প্রদর্শনী চলবে আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত।

মেলার উদ্বোধন করে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, ব্রহ্মকুন্ড মেলা রাজ্যের এক ঐতিহাসিক মেলা। বিভিন্ন জাতি-ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ ব্রহ্মকুন্ড এলাকায় বসবাস করেন। প্রতি বছর দু"বার ব্রহ্মকুন্ড মেলার মধ্য দিয়ে এই এলাকার জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। তিনি বলেন, মেলা মানে আনন্দ ও মিলনের উৎসব। এটা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, মানুষের মিলন ও সম্প্রীতির উৎসব। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ব্রহ্মকুণ্ডকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করছে এবং এর কাজও চলছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন এবং ধর্মীয় স্থান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস, ব্রহ্মকুন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা ওরাং, বিশিষ্ট সমাজসেবী নির্মল দেববর্মা, বানু রুদ্রপাল, অনিল দেববর্মা, পরিতোষ দেববর্মা প্রমুখ। সম্মানিত অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অরূপ দেব, মোহনপুর ব্লকের বিডিও গোপাল কৃষ্ণ দত্ত, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহকারি অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ধৃতি শেখর রায়।

শিশুকে কোন গল্প শোনাবেন?

শ্যামল আতিক

শিশুর মননে গল্পের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। যিনি গল্প বলছেন, তিনি ভুলে গেলেও এই গল্পের রেশ শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়।

প্রায় সব শিশুই গল্প পছন্দ করে। সুযোগ পেলেই নানি—দাদি অথবা প্রিয়জনদের কাছ থেকে গল্প শুনতে চায়। কখনো ভূতের গল্প, ধর্মীয় মহাপুরুষদের কাহিনি, লোকায়ত গল্প, পূর্বপুরুষদের জীবনে ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা, ঠাকুরমার ঝুলি, ঈশপের গল্প, আরব্য রজনীর গল্প ইত্যাদি আরও কত কি? কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, শিশুর মানসিক বিকাশে গল্পের প্রভাব কতখানি? এই প্রভাব কি ইতিবাচক না নেতিবাচক?

শিশুর মননে গল্পের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। যিনি গল্প বলছেন, তিনি ভুলে গেলেও এই গল্পের রেশ শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়। প্রতিটি গল্প শিশুর মনে ভিন্ন ভিন্ন কল্পচিত্র তৈরি করে, মস্তিষ্কে নিউরাল সংযোগায়ন বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া নতুন নতুন শব্দ ও উপমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, যা তার ভাষাজ্ঞান এবং শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

গল্প শোনার সময় শিশু তার কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করে। গল্পের প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি চরিত্র শিশু তার আপন মাধুরী মিশিয়ে কল্পনা করে। এমন অনেক বিষয়ও কল্পনা করে, যা শিশু চোখেও দেখেনি। এর ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি শাণিত হয়, ভাবনার জগৎটা প্রসারিত হয়।

পূর্বসূরিদের জীবনযাপন পদ্ধতি নিয়ে গল্প বললে, এটা তাকে অতীত সম্পর্কে কল্পনা করতে সাহায্য করে। শিশু হয়তো ভাবতে পারে, আজ থেকে ৩০ বছর আগে মোবাইল ফোন ছাড়া কীভাবে মানুষ যোগাযোগ করত। এটা তার কাছে অসম্ভবই মনে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, ওই সময়ে মোবাইল ফোন ছাড়াও মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। তখন বিপদ বা মৃত্যুসংবাদ কীভাবে আপনজনকে জানানো হতো, কেউ বিদেশে গেলে কীভাবে যোগাযোগ করত? এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন গল্প বলবেন, তা শিশুর কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে শাণিত করবে।

শিশুকে যদি মহামানব ও সফল মানুষদের গল্প শোনান, তার মধ্যেও বড় কিছু করার স্বপ্ন জাগ্রত হতে পারে। বিখ্যাত মানুষজন সফলতার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেটা যখন শিশু জানবে, তখন সে—ও ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের নানা কৌশল রপ্ত করতে শিখবে। সফল মানুষজন কীভাবে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেছেন, তা যদি শিশুর জানা থাকে, তাহলে শিশুও প্রতিকূলতা মোকাবিলার বিভিন্ন উপায় রপ্ত করতে শিখবে।

যেহেতু গল্পের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আছে, তাই সচেতনতা জরুরি। অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শিশুকে ইতিবাচক চরিত্রের গল্প শোনানো। গল্পের মূল চরিত্রকে হতে হবে নীতিমান, দায়িত্বশীল, মানবিক। কারণ, গল্পের প্রধান চরিত্র মনের অজান্তেই শিশুর কাছে আইডল বা মডেল হয়ে যায় এবং মূল চরিত্রের গুণাবলি একবার অবচেতন মনে গেঁথে গেলে, তা তাকে পর্দার আড়াল থেকে চালিত করে। এ কারণে গল্পের মূল চরিত্রে কোনো ধরনের নেতিবাচক বিষয়, দোষ, ত্রুটি ইত্যাদি রাখা উচিত নয়।

গল্পের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও গুণাবলি সঞ্চারিত করা সম্ভব। ধরুন, শিশুকে মীনা ও রাজুর গল্প শোনাচ্ছেন। মীনা ও রাজু প্রতিদিন স্কুল থেকে এসে ঘরের কাজে মা-বাবাকে সহযোগিতা করে, উঠান পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন রাখে, গাছ লাগায়, অন্যকে সহযোগিতা করে ইত্যাদি। বারবার যদি এ ধরনের গল্প শোনাতে পারেন, কিছুদিন পরে আপনার শিশুর মধ্যেও এই গুণগুলো দেখতে পাবেন।

ধর্মীয় গল্প ও ঈশপের গল্প শোনালে নৈতিকতা জাগ্রত হবে, সাহসী মানুষের গল্প শোনালে শিশুর মধ্যে সাহস সঞ্চারিত হবে, বিজ্ঞানীদের গল্প শোনালে আবিষ্কারের ইচ্ছা সঞ্চারিত হবে? দানবীর ও মহান মানুষদের গল্প শোনালে মানবিকতা জাগ্রত হবে; রূপকথার গল্প শোনালে কল্পনাশক্তি শাণিত হবে; পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানলে শিশুর আত্মধারণা সমৃদ্ধ হবে এবং সফলতার গল্প শোনালে শিশুও বড় কিছু হতে চাইবে। অর্থাৎ গল্প বলার মাধ্যমে আপনি শিশুর মধ্যে অনেক ভালো গুণ সঞ্চারিত করতে পারবেন।

এই সুযোগটিকে যদি কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে চমৎকার কিছু ফল পাবেন। গল্পের মাধ্যমে আদবকায়দা, নৈতিক শিক্ষা, করণীয়—বর্জনীয়, দায়িত্ববোধ, এমনকি পড়াশোনাও শেখাতে পারবেন। শিশুরা যেহেতু গল্প এবং খেলাধুলা পছন্দ করে, তাই উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে খেলাধুলা ও গল্পের মাধ্যমে শিশুদের অনেক কিছু শেখানো হয়।

তবে গল্পের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। গল্প থেকে শিশু কতটা উপকৃত হবে, তা মূলত নির্ভর করে গল্পের বিষয়বস্তুর ওপর। বিষয়বস্তু ইতিবাচক হলে, শিশুর মননে তা ইতিবাচকতা সঞ্চারিত করবে। বিষয়বস্তু নেতিবাচক হলে, শিশুর মানসিক গঠনেও তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

তবে গল্পের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। গল্প থেকে শিশু কতটা উপকৃত হবে, তা মূলত নির্ভর করে গল্পের বিষয়বস্তুর ওপর। বিষয়বস্তু ইতিবাচক হলে, শিশুর মননে তা ইতিবাচকতা সঞ্চারিত করবে। বিষয়বস্তু নেতিবাচক হলে, শিশুর মানসিক গঠনেও তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অনেক মা জিন-ভূত-ডাকাত-বাঘের গল্প শুনিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো বা খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। অথবা নিছক আনন্দ দেওয়ার জন্য শিশুদের ভয়ের গল্প শোনান। মা—বাবা নিজেরাও জানেন না তারা কত বড় ক্ষতি করছেন। ভূতের গল্প বললে শিশু ভূতের অবয়ব কল্পনা করে এবং একে বাস্তব বলে মনে করে। ক্রমাগত ভয়ভীতির গল্প শুনতে শুনতে শিশুর মনের অবচেতনে ভয়ের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। শিশু বড় হলেও এই ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে না। জিন-ভূত না দেখলেও গভীর রাতে ভূতের ভয় পায়, শরীর অবশ হয়ে যায়।

কল্পনাশক্তির বিকাশে রূপকথার গল্পের কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এর ক্ষতিকর দিকও আছে। বিশেষ করে কন্যাশিশুরা রূপকথার গল্প থেকে মনের অজান্তেই পরনির্ভরশীলতার বার্তা পায়। অধিকাংশ রূপকথার গল্পগুলোর কাহিনি মোটামুটি এ রকমরাজকুমারীকে ডাইনি বা দুষ্ট লোক ধরে নিয়ে কোথাও বন্দী করে রেখেছে। রাজকুমারী অনেক কষ্টে দিন অতিবাহিত করছে। একদিন সুদর্শন এক রাজকুমার এসে তাকে এই বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করল। এরপর তারা বিয়ে করে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

এ ধরনের গল্প শুনতে শুনতে কন্যাশিশুদের অবচেতন মনে কাল্পনিক রাজকুমারের (সুপুরুষের) প্রতি একধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। কন্যাশিশুর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে একদিন তার জন্যও কোনো এক সুপুরুষ আসবে, যাবতীয় দুঃখ—কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে, এরপর সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। এই কন্যাশিশুরা বড় হলেও জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রাজকুমারের অপেক্ষায় থাকে, যা অধিকাংশ সময়েই বাস্তবতাবিবর্জিত।

রূপকথার গল্পের আরেকটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, খুব বেশি রূপকথার গল্প শুনলে শিশু ফ্যান্টসিতে আসক্ত হয়ে বাস্তবতাবিবর্জিত হতে পারে। যে শিশুদের বাস্তব জগতের (অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের) সঙ্গে যোগাযোগ কম থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি বেশি ঘটে। বাস্তব জগতের সঙ্গে মিশতে দিলে শিশু বুঝতে পারে, কোনটি বাস্তব কল্পনা, কোনটি অলীক কল্পনা। ধর্মীয় গল্পের ব্যাপারেও কিছু সতর্কতা আছে। মহাপুরুষদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গল্প শুনলে নিঃসন্দেহে শিশুরা উপকৃত হবে, আলোকিত হবে। তবে এটাও ঠিক, মহাপুরুষ বা ধর্মের নাম দিয়ে এমন অনেক গুজব বা বানোয়াট গল্প আছে, যার সত্যতা ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মের ভেতরেও নেই। এ ধরনের গল্প শিশুকে না শোনানোই ভালো। কারণ, তা শিশুর যুক্তিশীল সত্তাটিকে ধ্বংস করতে পারে।

যেহেতু গল্পের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আছে, তাই সচেতনতা জরুরি। অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শিশুকে ইতিবাচক চরিত্রের গল্প শোনানো। গল্পের মূল চরিত্রকে হতে হবে নীতিমান, দায়িত্বশীল, মানবিক। কারণ, গল্পের প্রধান চরিত্র মনের অজান্তেই শিশুর কাছে আইডল বা মডেল হয়ে যায় এবং মূল চরিত্রের গুণাবলি একবার অবচেতন মনে গেঁথে গেলে, তা তাকে পর্দার আড়াল থেকে চালিত করে। এ কারণে গল্পের মূল চরিত্রে কোনো ধরনের নেতিবাচক বিষয়, দোষ, ত্রুটি ইত্যাদি রাখা উচিত নয়।

সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার জয়গান করেই গল্পের ইতি টানবেন। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট বা বাস্তবতা যা—ই হোক না কেন, গল্পে আপনি ইতিবাচক দিকটিই তুলে ধরবেন। সমাজের নেতিবাচক বাস্তবতা শিশু বড় হয়ে জানবেই, কিন্তু গল্পের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হলে তা শিশুর ব্যক্তিজীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে।

শিশুদের জন্য যাঁরা গল্প লেখেন, তাঁদেরও এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবেগল্পে যেন ইতিবাচকতার জয়গান থাকে। এখানে প্রকাশকের দায়িত্বও কম নয়। গল্পের বই কেনার সময় মা-বাবাকেও এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

হিলিয়ামের সাতকাহন

কাজী আকাশ

বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের ঠিক পরে যে তিনটি মৌল তৈরি হয়েছিল, তার একটি হিলিয়াম। মহাবিশ্বের অস্তিত্বের প্রথম তিন মিনিটের মধ্যেই এর উৎপত্তি। এখানে হিলিয়াম মানে, হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। পর্যায় সারণির দ্বিতীয় মৌল। ভরের দিক থেকে হাইড্রোজেনের পরেই এর অবস্থান। বলা বাহুল্য, হাইড্রোজেন সবেচেয়ে হালকা মৌল। দ্বিতীয়তে থাকা হিলিয়াম বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন নিষ্ক্রিয় গ্যাস। মোট সাতটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যে এটিই সবচেয়ে হালকা।

মহাবিস্ফোরণের পরে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রায় তিন লাখ ৮০ হাজার বছর পরে ইলেকট্রনগুলো বাঁধা পড়তে শুরু করে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণে। এ সময় প্রথম হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে কিছু হিলিয়াম পরমাণুও তৈরি হয়। অর্থাৎ ইলেকট্রন ঘুরতে শুরু করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের চারপাশে। তবে এরপর হাইড্রোজেন থেকেও তৈরি হতে থাকে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নক্ষত্রের মধ্যে হাইড্রোজেন থেকে তৈরি হয় এ মৌল।

উৎপত্তির মতোই, হিলিয়াম আবিষ্কারের কাহিনিটিও বেশ চমকপ্রদ। এক সময় মানুষ বিশ্বাস করত, নক্ষত্র কী দিয়ে তৈরি, তা আমরা কখনোই জানতে পারব না। ১৮৩৫ সালে ফরাসি দার্শনিক আগস্টে কেঁতে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা কখনোই নক্ষত্রের রাসায়নিক গঠন জানতে পারব না।' কেঁতে ভেবেছিলেন, নক্ষত্রের রাসায়নিক গঠন জানতে হলে কোনো নক্ষত্রকে ধরে ঢুকিয়ে দিতে হবে পৃথিবীর কোনো গবেষণাগারে। অথবা যেতে হবে সেই নক্ষত্রে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। তাই এর পরিচিতি জানাও অসম্ভব। তবে কেঁতেকে ভুল প্রমাণ করে আমরা আজ নক্ষত্রের পরিচয় জানি। জানি তাদের বুকে ঘটে চলা নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার কথা। মানুষ আবিষ্কার করেছে নক্ষত্রের গাঠনিক উপাদান মৌল শনাক্ত করার পদ্ধতি।

একনজরে হিলিয়াম ঃ ১৮১৪ সালের কথা। জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী জোসেফ ফ্রনহফার প্রিজমের সাহায্যে সূর্যের আলোকে সাত রঙে বিভক্ত করেন। বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের আবিষ্কৃত এ পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি সফলতা পান। ফ্রনহফার প্রিজম ব্যবহার করে সূর্যের আলোয় কিছু কালো রেখা লক্ষ্য করেন। এটাই ছিল কোনো নক্ষত্রের বর্ণালির প্রথম পর্যবেক্ষণ।

হাইড্রোজেনের সাতকাহন ঃ ১৮৫৯ বা ৬০ সালের মধ্যে জার্মান বিজ্ঞানী গুস্তাভ কার্শফ এবং রবার্ট বুনসেন বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করেন, ফ্রাউনহফারের দেখা কালো রেখাগুলো কোনো পদার্থের ছাপের মতো। ১৮৬০ সালে এই দুই বিজ্ঞানী নীল বর্ণালি রেখা থেকে সিজিয়াম আবিষ্কার করেন। পরের বছর ১৮৬১ সালে লাল বর্ণালি রেখা থেকে আবিষ্কার করেন রুবিডিয়াম। একই বছর ব্রিটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম ক্রুকস একটি উজ্জ্বল সবুজ বর্ণালি রেখা পর্যবেক্ষণ করে থ্যালিয়াম আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী কার্শফ এবং বুনসেন সূর্যের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে সূর্যের বায়ুমণ্ডলে লোহার উপস্থিতি আছে। পরে আমরা জানতে পারি, তাঁদের এই আবিষ্কার হিলিয়াম খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল।

ফরাসি জ্যোতির্বিদ পিয়েরে জ্যানসেনউইকিপিডিয়া ঃ ১৮৬৮ সালের ১৮ আগস্ট। ফরাসি জ্যোতির্বিদ পিয়েরে জ্যানসেন একটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণের অপেক্ষায় ছিলেন। এজন্য তিনি ভারতে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তাঁর আর তর সইছিল না। সূর্যগ্রহণের আগেই পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন সূর্যের করোনা অঞ্চল। তখন তিনি যে গ্যাসগুলোর বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করেন, তার মধ্যে একটি হলুদ রেখা দেখতে পান। এই হলুদ রেখাটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল ১৮ দশমিক ১৮৬৮ ন্যানোমিটার। তবে তিনি এই তরঙ্গদৈর্ঘের উৎস শনাক্ত করতে পারেননি।

এর দুই মাস পরে ইংরেজ জ্যোতির্বিদ নরম্যান লকইয়ার লন্ডনে তাঁর নিজস্ব স্পেকট্রোস্কোপ বা বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করেন। লকইয়ার ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল নেচার-এর প্রথম সম্পাদক। তিনিও পিয়েরে জ্যানসেনের দেখা হলুদ রেখাটি দেখতে পান। এ সময় তিনি আরেক ব্রিটিশ রসায়নবিদ এডওয়ার্ড ফ্রাঙ্কল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা করছিলেন। লকইয়ার হলুদ রেখাটি সম্পর্কে জানান এডওয়ার্ডকে। তাঁরা দুজনে হলুদ রেখাটি নিয়ে আলোচনা করেন। রেখাটি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সম্ভাবনার কথা ভাবেন। এটা যে একটা নতুন মৌল হতে পারে, সে বিষয়েও ভেবেছিলেন এ দুই বিজ্ঞানী। কিন্তু তিনি সে আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেননি।

নরম্যান লকইয়ারউইকিপিডিয়া ঃ বিশ্ববাসীকে এ ব্যাপারে না জানালেও নামকরণ করতে ভোলেননি লকইয়ার। হিলিয়াম গ্রিক শব্দ। সূর্যের গ্রিক নাম হেলিওস থেকে তিনি এ মৌলটির এমন নাম দেন। কারণ মৌলটি পৃথিবীতে আদৌ আছে বলে তখনো জানা ছিল না। এর অস্তিত্ব তখনো শুধু সূর্যের বুকে। পৃথিবীতে হিলিয়াম আবিষ্কৃত হয় আরও কয়েক বছর পরে। যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রির তথ্য অনুসারে, ইতালীয় পদার্থবিদ লুইস পালমিরি ১৮৮২ সালে মাউন্ট ভিসুভিয়াস থেকে নির্গত গ্যাসের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাপেন ৫৮৭ দশমিক ৪৯ ন্যানোমিটার। পৃথিবীতে হিলিয়াম শনাক্তের এটাই প্রথম রেকর্ড। কিন্তু তখনও হিলিয়ামের উপস্থিতি কেউ নিশ্চিত করতে পারেননি। এজন্য ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

রাজকীয় মৌল হিলিয়াম ঃ স্কটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম রামসে ১৮৯৫ সালে হিলিয়াম আলাদা করেন। তখন সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়। ওই বছরই রামসে আর্গন আবিষ্কার করেছিলেন। এটিই ছিল প্রথম আবিষ্কৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এই আবিষ্কারের পেছনে আরেকটু রহস্য আছে। হিলিয়াম আলাদা করার বছরখানেক আগে রামসে জার্মান পদার্থবিদ ইউলিয়াম হিলব্রান্ডের একটি গবেষণাপত্র পড়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি জানতে পারেন, ইউরেনিয়ামের আকরিকের সঙ্গে অ্যাসিড মেশালে ইউরেনাইট উৎপন্ন হয়। একই সঙ্গে উৎপন্ন হয় একটি গ্যাসও। হিলব্রান্ড ভেবেছিলেন, গ্যাসটি আসলে নাইট্রোজেন। তবে আমরা এখন জানি, তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সময় ইউরেনিয়াম থেকে হিলিয়াম নির্গত হয়। এ কথা তখনকার বিজ্ঞানীরা জানতেন না। আরও অনেক পরে জানা গেছে। ১৮৯৬ সালে হেনরি বেকেরেলের কাজ প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল না।

যাইহোক, রামসের কথায় ফিরি। তিনি বিশ্বাস করতেন, হিলব্রান্ডের দেখা গ্যাসটি হয়তো আর্গন। তিনি আরেকটি ইউরেনিয়ামের আকরিক 'ক্লেভাইট' ব্যবহার করে আবারও পরীক্ষাটি করেন। এ সময় তিনি একটি গ্যাস পান। সেটা সংগ্রহ করে রাখেন আরও গবেষণার জন্য। বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে ওই গ্যাস নিয়ে তিনি দেখতে পান, নাইট্রোজেন ও আর্গনের পাশাপাশি আরও একটি মৌলের চিহ্ন রয়েছে এতে। প্রায় তিন যুগ আগে পাওয়া নরম্যান লকইয়ারের সেই হলুদ রেখাটি। তখন তিনি ধারণা করেন, গ্যাসটি হয়তো হিলিয়াম। উইলিয়াম রামসেউইকিপিডিয়া ঃ রামসে জানতেন, উইলিয়াম ক্রুকস ও নরম্যান লকইয়ারের কাছে তাঁর চেয়েও ভালো বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র আছে। রামসে তাঁদের কাছে ওই গ্যাসের কিছু নমুনা পাঠান আবার পরীক্ষা করে দেখার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত নমুনাটি ভালো ছিল না। ফলে লকইয়ার পরীক্ষা করে ইউরেনাইটের একটি নমুনা পেয়েছিলেন মাত্র। তবে রামসে হাল ছেড়ে দেননি। আবার পরীক্ষা করেন। বারবার পরীক্ষা করেও তিনি দেখেন, নাইট্রোজেন ও আর্গনের পাশাপাশি আরেকটি মৌলের চিহ্ন এতে আসলেই আছে। তিনি বুঝতে পারেন, এটাই হিলিয়াম। একই বছর সুইডিশ বিজ্ঞানী পার টিওডর ক্লিভ ও আব্রাহাম ল্যাংলেট আলাদাভাবে হিলিয়ামের পারমাণবিক ভর বের করেন। তখন সবার কাছে এই গ্যাসটি পরিচিতি পায়। জায়গা মেলে পর্যায় সারণিতে।

আগেই বলেছি, পারমাণবিক ভরের হিসেবে হিলিয়াম দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হালকা গ্যাস। হাইড্রোজেনের তুলনায় প্রায় চার গুণ ভারী। বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ মাত্র ০.০০০৫ শতাংশ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে হিলিয়াম আছে, তা প্রথম জানা যায় ১৯০৩ সালে।

মহাবিশ্বের সমস্ত হিলিয়াম হারিয়ে গেলে কী হতো? সাধারণত গ্যাস হিসেবেই পাওয়া যায় হিলিয়াম। তবে তাপমাত্রা কমালে কঠিন বা তরলেও পরিণত হতে পারে। এর স্ফুটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক অন্য যেকোনো মৌলের চেয়ে কম। তাপমাত্রা মাইনাস ২৭১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামলে পরিণত হয় সুপার ফ্লুইডে। তখন এর ওপর ঘর্ষণ বল আর কাজ করে না। হিলিয়াম অতিপরিবাহী হয়ে যায়। ফলে এর মধ্য দিয়ে তাপ বা বিদ্যুৎ চলতে কোনো বাধা পায় না। হিলিয়াম বিষাক্ত নয়। এটি পরম শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায়ও দ্বিপরমাণুক অণু গঠন করতে পারে। অর্থাৎ এর অণুতে হিলিয়ামের দুটি পরমাণু একসঙ্গে থাকে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো সাধারণ চাপ ও তাপে অল্প কিছু বিক্রিয়ায় অংশ নিলেও হিলিয়ামের সে বালাই নেই। অনেক বছর ধরে হিলিয়াম ফ্লোরাইড বানানোর চেষ্টা করেও বারবার ব্যর্থ হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তবে হিলিয়ামকে আয়নিত করলে বা চাপ প্রয়োগ করলে যৌগ গঠন করে। যেমন উচ্চ চাপে ডাইসোডিয়াম হ্যালাইড যৌগ গঠন করে। এবার হিলিয়ামের ব্যবহার সম্পর্কে একটু জানা যাক। হিলিয়াম সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এমআরআই মেশিনে। এ যন্ত্রটিকে সব সময় ঠান্ডা রাখতে হয়। সেজন্য ব্যবহার করা হয় মাইনাস ২৬৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার হিলিয়াম। এ মৌলটি না থাকলে এমআরআই মেশিনে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটত। এ ছাড়া বেলুনে হিলিয়াম ভরে বাতাসে ওড়ানো যায়। হাইড্রোজেন দিয়েও এ কাজ চালানো যায়। কিন্তু হাইড্রোজেন অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। তাই এটি বেলুনে বেশি ব্যবহৃত হয় না। এর বদলে হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়। তবে হাইড্রোজেনের তুলনায় হিলিয়ামের দাম বেশি। রকেটের জ্বালানী হিসেবেও ব্যবহৃত হয় তরল হিলিয়াম। ডুবুরিদের সিলিন্ডারেও অক্সিজেনের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়। পানির তলায় মূল সমস্যা হলো নিঃশ্বাস নেওয়া। এ জন্য ডুবুরিরা সিলিন্ডারে করে বাতাস নিয়ে যান। বাতাসে ২১ শতাংশ অক্সিজেন, বাকি প্রায় পুরোটা নাইট্রোজেন। অক্সিজেনের চেয়ে এর পরিমাণ বেড়ে গেলে সমস্যা হয়। আবার সিলিন্ডারে শুধু অক্সিজেন নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তখন শ্বসনপ্রক্রিয়া অনেক বেড়ে যাবে। নাইট্রোজেনের বদলে অন্য কোনো ছোট অণুর গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সেটা দেহের ভেতরে ঢুকে কোনো বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না। সেজন্যই এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় হিলিয়াম। ২০১১ সালে এক পরীক্ষা থেকে পাওয়া গেছে অ্যান্টিহিলিয়াম। অর্থাৎ, হিলিয়ামের প্রতিকণা। মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিকণাকে পেতে প্রায় আলোর গতিতে আয়নিত স্বর্ণকণাদের সংঘর্ষ ঘটাতে হয়। ফলে বেরিয়ে আসে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কণা। তার মধ্যেই পাওয়া গেছে হিলিয়ামের প্রতিকণা। ভবিষ্যতে হয়তো হিলিয়াম নিয়ে আরও নানারকম গবেষণা হবে। তখন হয়তো আরও বেড়ে যাবে হিলিয়ামের ব্যবহার।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

25-03-26.pmd 1 26-03-2026, 00:00

বুধবার সিপিএম রাজ্য কমিটির তরফে কমরেড জীবন চক্রবর্তীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

তামিলনাড়ুতে ভোটের কোডে আটকে পদোন্নতি ইসিআই-র কাছে অনুমতির আবেদন

চেন্নাই, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : তামিলনাড়ুর পুরসভাগুলির মন্ত্রালয়িক কর্মীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন নির্বাচন চলাকালীন জারি থাকা মডেল কোড অব কন্ডাক্ট (এমসিসি)-এর কারণে আটকে থাকা পদোন্নতি প্রক্রিয়া চালুর জন্য নির্বাচন কমিশন অব ইন্ডিয়া (ইসিআই)-র কাছে বিশেষ অনুমতি চেয়েছে।

সংগঠনটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আর্চনা পাটনায়ক এবং মুখ্যসচিব এন. মুরুগানন্দমের কাছে একটি বিস্তারিত আবেদন জমা দিয়েছে। তামিলনাড়ু মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মিনিস্টেরিয়াল স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন তাদের আবেদনে জানিয়েছে, বহু বছর ধরে শতাধিক কর্মীর পদোন্নতি ঝুলে রয়েছে, যার ফলে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে এবং কর্মদক্ষতাও প্রভাবিত হচ্ছে।

সংগঠনের দাবি, ২০২৩ সালের 'তামিলনাড়ু আরবান লোকাল বডিজ রুলস' চালুর পর নতুন যোগ্যতার মানদণ্ড, অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিষেবা সংক্রান্ত শর্ত এবং বাধ্যতামূলক বিভাগীয় পরীক্ষার কারণে এই জটিলতা তৈরি হয়েছে।

অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আর. সুব্রামানিয়ান জানান, ২০২৫ সালের মার্চে কিছু সংশোধন আনা হলেও বাস্তব সমস্যার অনেকটাই এখনও রয়ে গেছে। বিশেষ করে বিভাগীয় পরীক্ষার সিলেবাস ২০২৫ সালের এপ্রিলেই অনুমোদিত হওয়ায় কর্মীরা প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাননি।

এই পরিস্থিতিতে সংগঠনটি এককালীন ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের দাবি, ২০২৩ সালের আগে কার্যকর থাকা ১৯৯৬ সালের পুরনো নিয়ম অনুযায়ী পদোন্নতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক, যাতে কর্মীরা ন্যায্য সুযোগ পান।

তবে আগামী ২৩ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের আগে ১৫ মার্চ থেকে এমসিসি কার্যকর হওয়ায় এ ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে ইসিআই-র অনুমতি বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে।

সংগঠনটি দ্রুত হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে বলেছে, দীর্ঘদিনের এই জটিলতা কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলছে। পাশাপাশি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, পদোন্নতির ফলে যে বদলি হতে পারে, তা নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা যেতে পারে।

এখন এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইসিআই-র উপর নির্ভর করছে বলে জানা গিয়েছে।

ইসিআই-এর পর এবার সিএপিএফ-কে আক্রমণ মমতার, বিজেপির 'এজেন্ট' অভিযোগ

কলকাতা, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) পর এবার কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ)-এর বিরুদ্ধেও তীব্র আক্রমণ শানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

বুধবার উত্তরবঙ্গের তিনটি পরপর নির্বাচনী জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। তিনি দাবি করেন, রাজ্যে ইতিমধ্যেই মোতায়েন থাকা সিএপিএফ বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সিএপিএফ-এর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু এখন দেখছি পশ্চিমবঙ্গে তারা বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে, এমনকি বিজেপির পতাকাও বহন করছে।"

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার কারণে সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তাঁর কথায়, "বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিটি ভোট হবে ইসিআই-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ।"

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মহিলাদের বিশেষভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভোটের দিন সকাল থেকেই বুথ রক্ষা করতে হবে। "রাজ্যে পাঁচ বছরের শান্তি চাইলে একদিন বুথ পাহারা দিতে হবে। বাইরে থেকে কেউ এসে যেন ভোটে কারচুপি করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে," তিনি বলেন।

একইসঙ্গে, রাজ্যের আমলাদের হঠাৎ বদলি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই রাজ্যের প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের অন্য রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, "আমি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। তবুও আমার অফিসারদের আগাম না জানিয়ে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জরুরি পরিষেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাএসবের দায়িত্ব কে নেবে?"

এছাড়াও, নাগরিকত্ব প্রমাণ সংক্রান্ত ইস্যুতে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, বহু বছর ধরে বসবাসকারী মানুষদের আবার নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে বলা হচ্ছে, যা লজ্জাজনক।

তাঁর অভিযোগ, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের কাছে বিশেষভাবে নোটিস পাঠানো হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এনআরসি প্রয়োগের চেষ্টা চলছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "আমি যতদিন বেঁচে আছি, পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালু হতে দেব না। কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে না।"

গুজরাতে ইউসিসি বিল পাস, সকলের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজেপি: নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ(আইএএনএস): গুজরাতে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) বিল, ২০২৬ পাস হওয়ায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগত প্রকাশ নাড্ডা বুধবার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে বিজেপি সরকার সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করতে এবং বৈষম্য দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মঙ্গলবার গুজরাট বিধানসভা-তে ইউসিসি বিল পাস হয়। এই আইনের মাধ্যমে ধর্ম নির্বিশেষে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, ভরণপোষণ এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে একটি অভিন্ন আইনি কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই আইন সম্পূর্ণভাবে নাগরিক বিষয়ক এবং ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচার-অনুষ্ঠানে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইনের কারণে যে বৈষম্য তৈরি হয়, তা দূর করাই এই আইনের মূল উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে এক্স-এ পোস্ট করে নাড্ডা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ইউসিসির মাধ্যমে সমস্ত ধরনের বৈষম্য দূর করে সকল নাগরিককে সমান অধিকার দিতে বদ্ধপরিকর।"

তিনি আরও বলেন, উত্তরাখণ্ডের পর গুজরাতেও ইউসিসি বিল পাস হওয়া একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এ জন্য তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং বিলের সমর্থনে থাকা সকল বিধায়কদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিরোধীদের উদ্দেশে পরোক্ষ কটাক্ষ করে নাড্ডা বলেন, "ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দেওয়া গণতন্ত্রের অপমান।"তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রচেষ্টা' নীতিকে সামনে রেখেই বিজেপি সকলের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ছে: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতে ফ্লাইট পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের পথে ফিরছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার। বুধবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত এক আপডেটে জানানো হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে ভারতে প্রায় ৮০টি ফ্লাইট চলাচলের সম্ভাবনা রয়েছে।

মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ইউএই থেকে সীমিত সংখ্যক নন-স্কেজুলড (অতিরিক্ত) ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে, যা পরিস্থিতি ও অপারেশনাল বিবেচনার উপর নির্ভর করছে। পাশাপাশি সৌদি আরব ও ওমান থেকেও নিয়মিত ফ্লাইট পরিষেবা চালু রয়েছে।

এদিকে, কাতারের আকাশপথ আংশিকভাবে খুলে দেওয়ায় কাতার এয়ারওয়েজের তরফে বুধবার প্রায় ৯টি নন-স্কেজুলড বাণিজ্যিক ফ্লাইট ভারতে পরিচালিত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। তবে কুয়েত ও বাহরাইনের আকাশপথ এখনও বন্ধ রয়েছে।

সৌদি আরব থেকে বিশেষ নন-স্কেজুলড ফ্লাইট পরিচালনা করছে জাজিরা এয়ারওয়েজ ও গালফ এয়ার-এর মতো বিমান সংস্থাগুলি, যার মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফেরানো হচ্ছে। ইরানে আটকে পড়া ভারতীয়দের জন্য আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান হয়ে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের সহায়তায় ইতিমধ্যেই ১,০৪৩ জন (এর মধ্যে ৭১৭ জন ছাত্র এবং ৩২৬ জন অন্যান্য ভারতীয় নাগরিক) ইরান থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

ইসরায়েলে থাকা ভারতীয়দের জর্ডান হয়ে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কুয়েত, বাহরাইন ও ইরাকে বিধিনিষেধ জারি থাকায় সৌদি আরবের মাধ্যমে ট্রানজিটের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ ২৬ হাজার যাত্রী মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে ফিরেছেন। এই সময়ে মোট ২,১৪৯টি ফ্লাইট (নির্ধারিত ও অতিরিক্ত উভয়ই) পরিচালিত হয়েছে।

এছাড়া, বিদেশে মৃত ভারতীয়দের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও সহায়তা করছে কেন্দ্র। গত ১৮ মার্চ রিয়াধে মৃত এক ভারতীয় নাগরিকের মরদেহ ইতিমধ্যেই ভারতে আনা হয়েছে এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে সরকারের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।ওমান, ইরাক ও ইউএই-তে ভারতীয় দূতাবাসগুলি স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নিখোঁজ ও মৃত ভারতীয়দের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ করছে বলেও জানানো হয়েছে।

সহযোগী সমবায় সংস্থার ডিভিডেন্ডে ৩ বছরের করছাড়, ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ(আইএএনএস): সমবায় খাতকে শক্তিশালী করতে এবং ছোট সদস্যদের আয় বাড়াতে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনগুলির ডিভিডেন্ড আয়ে তিন বছরের করছাড় ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার লোকসভায় এই ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, এই করছাড়ের ফলে সমবায়ের ক্ষুদ্র সদস্যরা সরাসরি উপকৃত হবেন এবং এই খাতে অংশগ্রহণও বাড়বে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সমবায় সংস্থা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কৃষকএই তিন ক্ষেত্র দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফাইন্যান্স বিল নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি জানান, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য এমএসএমই, কৃষক ও সমবায় খাতকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরি। "এই ক্ষেত্রগুলি বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং বিভিন্ন শিল্প ও অঞ্চলে কর্মসংস্থান তৈরি করে," বলেন তিনি।

এছাড়াও ফাইন্যান্স বিলে ডেটা সেন্টার পরিষেবা সংক্রান্ত একটি নতুন বিধানের কথাও তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। 'সেফ হারবার' নিয়ম অনুযায়ী, ভারতীয় কোম্পানিগুলি যদি সংশ্লিষ্ট বিদেশি সংস্থাকে এই পরিষেবা দেয়, তবে খরচের উপর ১৫ শতাংশ মার্জিন অনুমোদিত হবে। এর ফলে দেশে প্রকৃত ব্যবসা কার্যক্রম উৎসাহিত হবে এবং ভুয়ো সংস্থা তৈরির প্রবণতা কমবে।

সরকারি আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের প্রসঙ্গে তিনি জানান, কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্র সেস ও সারচার্জ থেকে যত আয় করেছে, তার চেয়েও বেশি ব্যয় করেছেযা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হচ্ছে বলে ইঙ্গিত দেয়।

এছাড়া, প্রযুক্তিগত ত্রুটিজনিত জরিমানা এখন নির্দিষ্ট ফি-তে রূপান্তর করা হবে বলে জানান তিনি। এতে ব্যবসার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা কমবে এবং নিয়ম মেনে চলা সহজ হবে।

আরও একটি পদক্ষেপ হিসেবে যাত্রীদের লাগেজ ভাতার নিয়ম সরল করা হয়েছে, যাতে বিমানবন্দরে অযথা বিতর্ক কমে এবং যাত্রীদের সুবিধা বাড়ে।

সরকারের মতে, এই সব পদক্ষেপের লক্ষ্য হল গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলিকে শক্তিশালী করা, ব্যবসা সহজ করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

ইসিআই-র কাছে অভিযোগ, মালদায় পুলিশ অবজারভার অপসারণে তৃণমূলের দাবি

কলকাতা, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) কাছে ফের অভিযোগ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার দলটি বিহার ক্যাডারের আইপিএস অফিসার জয়ন্ত কান্টকে মালদা জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য নিয়োজিত পুলিশ অবজারভারের পদ থেকে অপসারণের দাবি জানায়।

এই মর্মে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য ও রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি জমা দেন। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, জয়ন্ত কান্টের স্ত্রী স্মৃতি পাসওয়ান একজন সক্রিয় বিজেপি নেত্রী। তিনি নিজেকে দলের 'নিষ্ঠাবান কর্মী' হিসেবে পরিচয় দেন এবং বিহারের জামুই লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাটনায় বিজেপিতে যোগ দেন।

তৃণমূলের বক্তব্য, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে থাকা পুলিশ অবজারভারদের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে, যেখানে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের স্ত্রী একটি রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য, সেখানে তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

সেই কারণে, তৃণমূল কংগ্রেস জয়ন্ত কান্টকে অবিলম্বে ওই পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি, তাঁর পরিবর্তে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির আধিকারিক নিয়োগের আর্জি জানানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, একই দিনে তৃণমূল কংগ্রেস দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নতুন রিটার্নিং অফিসার (আরও)-এর বিরুদ্ধেও নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়। ওই কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

তৃণমূলের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বিরোধী দলনেতার ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর নির্দেশেই কাজ করেন, ফলে তিনি নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

জয়শঙ্কর-কলবি বৈঠকে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (আইএএনএস): বর্তমান আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের নীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি এলব্রিজ কলবি। বুধবার নয়াদিল্লিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর এক্স-এ পোস্ট করে জয়শঙ্কর জানান, "আজ বিকেলে মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি এলব্রিজ কলবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেছি।"

এর আগে মঙ্গলবার, এলব্রিজ কলবি এক বিশেষ অধিবেশনে বলেন, ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র গভীর সম্মানের চোখে দেখে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। তাঁর মতে, দুই দেশের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকলেও একটি মৌলিক বিষয়ে মিল রয়েছেএশিয়ার ভবিষ্যৎ সার্বভৌম দেশগুলিই নিজেদের মতো করে নির্ধারণ করবে।

ভারত সফরে এসে কলবি নয়াদিল্লিতে শীর্ষ পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করছেন, যার লক্ষ্য ভারত-আমেরিকা কৌশলগত সম্পর্ক আরও জোরদার করা।

তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে শুধু গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব হিসেবে নয়, বরং এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে অপরিহার্য হিসেবে দেখে।

কলবি আরও বলেন, ভারতের গুরুত্ব শুধু তার আকার বা অর্থনৈতিক সম্ভাবনার জন্য নয়, বরং তার কৌশলগত অবস্থান ও ভৌগোলিক গুরুত্বের কারণেও। ভারত মহাসাগরের কেন্দ্রে অবস্থান, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহ্য এবং শক্তিশালী সামরিক সক্ষমতাসব মিলিয়ে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।

তিনি উল্লেখ করেন, ভারতের 'ভারত ফার্স্ট' নীতি এবং 'ইন্ডিয়া ওয়ে' কৌশল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাস্তববাদী ও স্বার্থকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন, যা যুক্তরাষ্ট্রের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর জানিয়েছে, এই সফরের মূল লক্ষ্য হল ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুই দেশের রাষ্ট্রনেতাদের যৌথ বিবৃতিতে নির্ধারিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং ভারত-আমেরিকা মেজর ডিফেন্স পার্টনারশিপকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শ্রীগঙ্গানগর আদালত চত্বরে বোমা হুমকিতে চাঞ্চল্য

জয়পুর, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর আদালত চত্বরে বোমা বিস্ফোরণের হুমকিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। একটি বেনামি চিঠিতে আদালত প্রাঙ্গণে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্তারা।

বুধবার সকালে বিকানের থেকে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। পাশাপাশি মোতায়েন করা হয় বিপুল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলার পুলিশ সুপার (এসপি)-সহ ঊর্ধতন আধিকারিকরা। ডগ স্কোয়াড ও বোমা স্কোয়াড আদালত চত্বরে চিরুনি তল্লাশি চালায়।

আদালতের সি ও ডি ব্লকের কক্ষ, বিচারকদের দফতর-সহ গোটা চত্বর খতিয়ে দেখা হয়। সমস্ত তল্লাশি শেষে কোনও সন্দেহজনক বস্তু না মেলায় বোমা স্কোয়াড 'অল ক্লিয়ার' ঘোষণা করলে পরে স্বাভাবিক হয় আদালতের কাজকর্ম।

এদিকে, হুমকি চিঠিটি কলকাতার একটি ভুয়ো ঠিকানা থেকে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। চিঠির প্রেরককে শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। সাইবার সেল ও ডাক বিভাগ যৌথভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।ঘটনার পর থেকে আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। প্রবেশ ও প্রস্থানের সমস্ত পথ এবং নিরাপত্তা চেকপোস্টে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। কোনও রকম সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

উল্লেখ্য, গত ১০ মার্চ শ্রীগঙ্গানগরের পাসপোর্ট অফিসেও বোমা বিস্ফোরণের হুমকি মেলে। সেবারও বিকানের থেকে বোমা স্কোয়াড এনে তল্লাশি চালানো হয়েছিল, তবে কোনও বিপজ্জনক বস্তু পাওয়া যায়নি। পরদিন থেকেই স্বাভাবিক হয় দফতরের কাজকর্ম।

লামডিংয়ে বিপুল জনসমাগম, বিজেপির জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুধবার দাবি করেছেন, নিম্ন অসমে বিজেপির পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন দেখা যাচ্ছে। লামডিংয়ে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মানুষের বিপুল উপস্থিতিই প্রমাণ করছে যে ভোটাররা বিজেপির গত পাঁচ বছরের কাজের উপর আস্থা রাখছেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "লামডিংয়ের মানুষ বিপুল সংখ্যায় বেরিয়ে এসে আমাদের প্রার্থী সিবু মিশ্র-কে আশীর্বাদ করছেন। এই কেন্দ্রে গত পাঁচ বছরের উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিতেই আমরা আবারও জনসমর্থন চাইছি।"

তিনি আরও জানান, মাঠের পরিস্থিতি বিজেপির পক্ষে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং দলটি এই আসন ধরে রাখার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।

লুমডিং বিধানসভা কেন্দ্র সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ২০১৬ সালের নির্বাচনে সিবু মিশ্র ৭২,০৭২ ভোট পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে ৩০ হাজারের বেশি ভোটে হারান। ২০২১ সালেও তিনি জয়ী হন, যদিও ব্যবধান কিছুটা কমে আসে। সে সময় তিনি ৮৯,১০৮ ভোট (প্রায় ৫১ শতাংশ ভোটশেয়ার) পেয়ে কংগ্রেসের স্বপন করকে ১১,৭৩১ ভোটে পরাজিত করেন।

রাজ্য স্তরেও বিজেপি গত দুই বিধানসভা নির্বাচনে ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করেছে। ২০১৬ ও ২০২১দুই নির্বাচনেই দলটি প্রায় ৬০টি আসন জিতে, মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করে। ২০২১ সালে উত্তর-পূর্ব গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-র সমর্থনে বিজেপি টানা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আসে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি তাদের উন্নয়নমূলক কাজ এবং সংগঠন শক্তির উপর জোর দিচ্ছে। লুমডিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনে ভোটারদের সমর্থন আরও মজবুত করতে মুখ্যমন্ত্রীসহ শীর্ষ নেতৃত্ব সক্রিয়ভাবে প্রচার চালাচ্ছেন। ১২৬ আসনের অসম বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ৯ এপ্রিল এবং গণনা হবে ৪ মে।

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার চক্র ভাঙল পুলিশ, গ্রেফতার ১০

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : রাজধানী দিল্লিতে বড়সড় আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার চক্রের হদিশ পেল দিল্লি পুলিশ-এর ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশে যোগাযোগ থাকা এই চক্রের ১০ জন মূল সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে মোট ২১টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র, যার মধ্যে একটি সাবমেশিন গান এবং একাধিক সেমি-অটোমেটিক পিস্তল রয়েছে, উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ২০০টি জীবন্ত কার্তুজও বাজেয়াপ্ত হয়েছে।উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে পিএক্স-৫.৭ পিস্তল (যা সাধারণত স্পেশাল ফোর্স ব্যবহার করে), তুরস্কে তৈরি স্টোয়েগার পিস্তল, চিনে তৈরি পিএক্স-৩, চেক প্রজাতন্ত্রের শ্যাডো সিজেড, ইতালির বেরেটা, ব্রাজিলের টরাস এবং জার্মানির ওয়ালথার পিস্তল।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই অস্ত্রগুলি পাকিস্তান থেকে ভারতে পাচার করা হত ভারত-নেপাল সীমান্তের মাধ্যমে। এরপর সেগুলি দিল্লিতে এনে এনসিআর-সহ বিভিন্ন রাজ্যের অপরাধী চক্রের হাতে পৌঁছে দেওয়া হত।

জেরায় ধৃতদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, দিল্লির ওয়াল্ড সিটি এলাকা থেকেই এই পুরো চক্রটি পরিচালিত হত। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে অস্ত্র আনা এবং তা বিভিন্ন সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীর কাছে সরবরাহ করার কাজ করত এই চক্র।

পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে, এই অস্ত্রগুলি বড়সড় অপরাধমূলক কাজ বা সম্ভাব্য জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না। একইসঙ্গে আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে এই চক্রের মূলচক্রীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসেও দিল্লি পুলিশ একটি আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করেছিল, যার যোগ ছিল পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আন্তঃ-সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই)-র সঙ্গে। সেই চক্র ড্রোনের মাধ্যমে পাঞ্জাব সীমান্ত পেরিয়ে অস্ত্র সরবরাহ করত বলে জানা গিয়েছিল।

বর্তমান ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আরও গ্রেফতার হতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কোন ফল নিয়মিত খেলে দূরে পালাবে রোগাবালাই ?

ফল মাত্রেই তা উপকারী। পুষ্টিবিদ থেকে চিকিৎতক, নিয়ম করে ফল খাওয়ার কথা বলে থাকেন উভয়েই। সুস্থ থাকতে ফল খাওয়ার সত্যিই কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু কোন ফল খেলে বেশি উপকার পাবেন, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। উপকারী ফলের তালিকায় কলা কিন্তু একেবারে উপরের দিকে রয়েছে। রোজ যদি একটি করে কলা খেতে পারেন, তা হলেও সুস্থ থাকবে শরীর।

রোজ কলা খেলে কী কী উপকার পাওয়া যায় ?

দুর্বলতা দূর করতে

কলা হল কার্বোহাইড্রেটের সমৃদ্ধ উত। চনমনে এবং চাঙ্গা থাকতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ শরীরে পর্যাপ্ত থাকা জরুরি। কলা কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি পূরণ করে। ২০১৯ সালে "জার্নাল অফ ফুড সায়েন্স অ্যান্ড টেকোনলজি"তে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র তেমনটাই বলছে। কলাতে রয়েছে ভিটামিন বি, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি১২, যা শরীরকে ভিতর থেকে চাঙ্গা রাখে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে

ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে ডায়েটের পর্বে কলা রাখতে চান না অনেকেই। অথচ পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, সঠিক ভাবে যদি ডায়েট করা যায়, তা হলে কলা খেলে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বরং কলা খেলে পেট ভর্তি থাকে দীর্ঘ ক্ষণ। ফলে বারেবারে খাবার খাওয়ার প্রবণতাও অনেক কমে। ওজন বৃদ্ধিতেও রাশ টানা সম্ভব।

হজমক্ষমতা ভাল রাখে

কলায় রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার। রোজ কলা খাওয়ার অন্যতম উপকার হল, এতে হজম ভাল হয়। "।মেরিকান সোসাইটি ফর নিউট্রিশন" -এর গবেষণা জানাচ্ছে, দিনে ২০-২৫ গ্রাম ফাইবার খাওয়া জরুরি। এর ফলে পেটের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কলা সেই কাজটি করে।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

কলা হার্টের খেয়াল রাখে। কারণ কলায় রয়েছে পটাশিয়াম, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। শরীরের প্রতিটি কোষ সচল রাখতে পটাশিয়াম অত্যন্ত জরুরি। অন্যান্য ফল এবং খাবারের চেয়ে কলায় পটাশিয়ামের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। ফলে সুস্থ থাকতে কলা খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আলসার আলসারের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। আলসার থাকলে কলা খাওয়া যেতেই পারে। পেটের আলসার থেকে দূরে থাকতে কলা হতে পারে অত্যন্ত উপকারী একটি ফল। কলা প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করে শরীর সুস্থ রাখে।

সচেতন হয়ে খাদ্যাভ্যাস বদলাচ্ছেন তরুণরা

হৃদরোগ, ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরলের মতো শারীরিক সমস্যা ইদানীং সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েক বছরে গোটা পৃথিবীতে ৬১ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী এই রোগগুলি। শেষ নয় এখানেই। দেশে প্রতি বছর শুধুমাত্র হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। সামগ্রিক এই চিত্রটি সত্যিই আশঙ্কার।

তবে পরিস্থিতি বদলের প্রস্তুতি নিচ্ছে কম বয়সিরা। এ ধরনের ক্রনিক অসুখের উত হল খাদ্যাভ্যাস। তাই ঝুঁকি এড়াতে খাওদাওয়ায় নিয়ম ভাঙতে নয়, বরং মানতে শুরু করেছেন অনেকে। বাইরের খাবার থেকে ক্রমশ মুখ ফেরাতে শুরু করেছেন।

কোলেস্টরল কিংবা উচ্চ রক্তচাপ, রোগের নাম যা-ই হোক, বাইরের খাবারের প্রতি অগাধ ভালবাসা থেকেই শরীরে বাসা বাঁধে এই রোগগুলি। আর তাই সুস্থ এবং সুরক্ষিত থাকার জন্য প্রক্রিয়াজাত খাবার, পিতা, বার্গার, রোল, চাউমিনের প্রতি আকর্ষণ কমে আসছে। সচেতনতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমশ। এই সচেতনতা অল্প বয়সিদের মধ্যে তো বটেই, এমনকি, প্রৌঢ়ত্বের দিকে যাঁরা এক পা বাড়িয়ে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যেও সুস্থ থাকতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষা তেমনটাই বলছে। "ইন্ডিয়া ডায়েটিক অ্যাসোসিয়েশন" এর আয়োজিত সমীক্ষায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সমীক্ষা জানাচ্ছে, ক্রনিক কিছু শারীরিক সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনধারা। বাইরের খাবার খাওয়া অন্যতম বড় কারণ। চটজলদি সুস্বাদু খাবার খেতে ভাল লাগে, স্বাদের যত্ন নেয় কিন্তু শরীরে এই খারাপ প্রভাব পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রোগবালাইয়ের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে শরীর।

পুষ্টিবিদেদের মতে, বাইরের নানা ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি তৈরি হয়। শাকসব্জি, ফল, ভাত, রুটিতে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ফাইবার, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেলসের মতো উপাদান। যেগুলি পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। সমীক্ষায় উঠে এসেছে, প্রায় ৬৩ শতাংশ মানুষ প্রতি সপ্তাহে এই ধরনের খাবার খান। আর ১৯ শতাংশের রোজেন খাবার হল এইগুলি। আর সেই কারণেই পৃথিবীতে ডায়াবেটিক, হদ্রোগে আক্রান্তের সংখ্যা এত বেশি।

সংখ্যাটি আশঙ্কার হলেও আশার আলোও কিন্তু দেখা যাচ্ছে। বাইরে খাবার যে দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকতে দেবে না, তা উপলব্ধি করেছেন অনেকেই। আর তাই সুযোগ পেলেই দোকান, রেস্তরাঁর খাবারে কামড় বসাচ্ছেন না অনেক। বরং ব্যস্ততম জীবনেও ভরসা রাখছেন বাড়ির তৈরি খাবারে।

কিন্তু খাদ্যাভ্যাসে বদল আনার সিদ্ধান্ত কি কার্যকর হচ্ছে ? চিকিতকেরা জানাচ্ছেন, তাতণিক ভাবে তা বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে এর সুফল বোঝা যাবে। বাইরের খাবার কম খেলে এই ধরনের রোগ থেকে দূরে থাকা যাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনলেই সুস্থ থাকা অনেক বেশ সহজ হয়ে যায়।

টানটান ত্বক চাই ?

ব্রণহীন, উজ্জ্বল ত্বকই সৌন্দর্যের শেষ কথা নয়। বরং ত্বকের টান টান ভাব সৌন্দর্যে আলাদা মাত্রা আনে। বলি নায়িকাদের মতো ত্বক চান অনেকেই। আলিয়া, দীপিকার মতো টানটান ত্বকের প্রত্যাশী কমবেশি সকলেই। অবশ্য নায়িকাদের পরিচর্যার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ঘরোয়া কিছু টোটকা মেনেও কিন্তু পছন্দের অভিনেত্রীর মতো টানটান ত্বক পাওয়া যায়।

সে ক্ষেত্রে সঠিক উপায়গুলি জানতে হবে। পার্লারে না গিয়েও বাড়ি বসে কী ভাবে পাওয়া যাবে নায়িকাদের মতো ত্বক?

কলা- রূপচর্চায় কলা ব্যবহার করেন অনেকেই। কলা দিয়ে বানানো বিভিন্ন প্যাক দিয়ে কেশচর্চাও করা হয়। "জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাসথেটিক ডার্মাটোলজি"-তে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র জানাচ্ছে, ত্বকের যত্নে কলার মতো উপকারী জিনিস খুব কমই আছে। কলায় রয়েছে পটাশিয়াম, ভিটামিনের মতো নানা উপাদান। যা ত্বককে ভিতর থেকে টানটান করে। কী ভাবে ব্যবহার করবেন এই ফল? পাকা কলা ভাল করে চটকে ত্বকে লাগিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। তার পর শুকিয়ে গেলে ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে তিন দিন করলেই বদল দেখতে পারবেন।

শসা- শসায় রয়েছে ইলাস্টিন, হায়লুরোনিক অ্যাসিডের মতো অত্যন্ত উপকারী উপাদান। যেগুলি ত্বক ভাল রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শসা ত্বক সজীব রাখে। সেই সঙ্গে ত্বকের টানটান ভাব বজায় রাখতেও এর জুড়ি মেলা ভার। শসার খোসা ছাড়িয়ে মিক্সিতে বেটে নিন। তার পর শসার মিশ্রণটি তুলোর বল দিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট রাখুন। তার পর ধুয়ে ফেলুন।

অ্যালো ভেরা-ত্বকের খেয়াল রাখতে অ্যালো ভেরার গুরুত্ব অপরিসীম। অ্যালো ভেরা শুধু বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও যত্ন নেয় ত্বকের। অ্যালো ভেরা ত্বকের কোলাজেন উতাদনে সাহায্য করে। ফলে ত্বকের জেল্লা বজায় থাকে। তবে টানটান ত্বকের রহস্যও কিন্তু লুকিয়ে আছে অ্যালো ভেরায়। অ্যালো ভেরার পাতা থেকে জেল বার করে ত্বকে লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে নিন। সত্যিই উপকার পাবেন।

ওজন বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলে কাজ হবে তাড়াতাড়ি

রাস্তার ধারে দেওয়ালে সাঁটানো পোস্টার থেকে সমাজমাধ্যম, যে দিকেই তাকান শুধু মেদ ঝরানো আর ওজন কমানোর বিজ্ঞাপন। মানছি, ওজন বাড়িয়ে তোলার দলে যাঁরা রয়েছেন, এ ক্ষেত্রে তাঁরা সংখ্যালঘুই বটে। কিন্তু

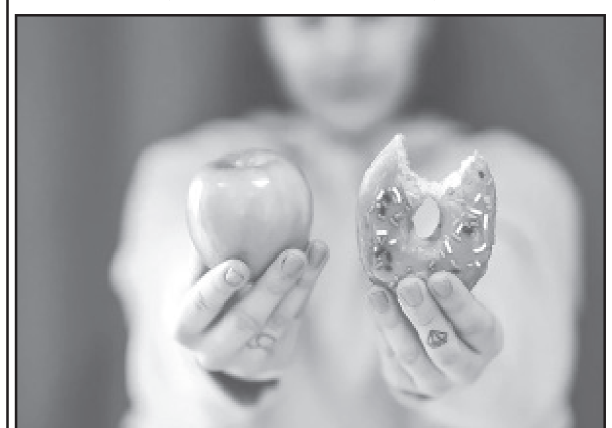

খুঁজে দেখলে ওজন বাড়িয়ে তুলতে চাওয়া মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কম ওজন, শীর্ণকায় চেহারার জন্য সম্বন্ধ এসেও তা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়নি, এমন নজির রয়েছে অনেক।

চারপাশে এত মানুষ দেহের বাড়তি মেদ নিয়ে চিন্তায় থাকেন যে, ওজন বাড়িয়ে তোলার কথা জনসমক্ষে বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেন অনেকে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ওজন বাড়াতে চাইলে শুধু খাবার খেলেই হবে না। নিয়ম মেনে খেতে হবে। সঙ্গে আর কী কী মেনে চলতে হবে?

১) অল্প পরিমাণে, বার বার খেতে হবে

অনেকেই মনে করেন, সারা দিনে তিন বার পরিমাণে অনেকটা করে খেয়ে নিলেই বোধ হয় চড়চড় করে ওজন বেড়ে যাবে। এমন ধারণা ভিত্তিহীন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, উল্টে সারা দিনে অল্প অল্প করে পাঁচ থেকে ছ'বার খাবার খেলে তা বিপাকহারের গতি কিছুটা হলেও শ্লথ করতে পারে।

২) খিদে বাড়িয়ে তোলে, এমন খাবার খেতে হবে

এমন কিছু মশলা রয়েছে, যেগুলি খাবারের তালিকায় যোগ করলে খিদে বাড়ে। আদা, রসুন, দারচিনি, গোলমরিচের মতো মশলাগুলি পিত্তরস-সহ বেশ কিছু উতেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩) পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে

ওজন বাড়িয়ে তুলতে শুধু ক্যালোরিযুক্ত খাবার খেলেই হবে না। সঙ্গে পর্যাপ্ত প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ এবং বিভিন্ন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রয়েছে, এমন খাবারও ডায়েটে রাখতে হবে। সঙ্গে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ওমেগা-৩ রয়েছে এমন খাবার যেমন বাদাম, বীজ রাখাও জরুরি।

৪) নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে

দেহের অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে গেলে যেমন শরীরচর্চা করতে হয়, তেমন ওজন বাড়িয়ে তোলার জন্যও নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়াম রয়েছে। হজমে সহায়ক, রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে তোলে এমন শরীরচর্চা নিয়মিত অভ্যাস করা জরুরি।

৫) মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

ওজন বাড়িয়ে তুলতে গেলে একেবারেই মানসিক চাপ মুক্ত থাকতে হবে। চিকিৎসকেরা বলেন, মানসিক চাপ, উদ্বেগ, আতঙ্কের সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসের যোগ রয়েছে। যা ওজন বাড়িয়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই নিয়মিত ধ্যান, ডিপ ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল আয়ত্ত করতে শিখতে হবে।

বর্ষায় বাড়ে হজমের সমস্যা

বর্ষায় পেটের সমস্যা ভয়ানক ভাবে বাড়ে। এর মূল কারণ দূষণ আর নোংরা জল। বৃষ্টির জল পানীয় জলের সঙ্গে মিশলেই তা দূষিত হয়ে যায়। এবার সেই জল খেলে আর রক্ষে নেই। এছাড়াও বর্ষায় আমাদের অন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়। এর কারণে হজম ক্ষমতাও খুব কম থাকে। পাকস্থলি সব খাবার ঠিকমতো হজম করতে পারে না। সামান্যতেই পেটের মধ্যে টক্সিন আর অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

এর ফলে একটু এদিক-ওদিক হলেই অ্যাসিডিটির সম্ভাবনা বাড়ে। বর্ষায় সম্ভব হলে জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে খেলে ভাল। এছাড়া তেল-মশলাদার খাবার, বাইরের ভাজাভুজি এসবও একেবারেই নয়। ফ্রিজে রাখা বাসি খাবার খাবেন না।

বিশেষজ্ঞরা এই সময় কিছু খাবার একেবারেই এড়িয়ে যেতে বলছেন। দেখে রাখুন সেগুলি কি কি-

দই- গরমের দিনে দই আমাদের শরীরের জন্য যত ভাল বর্ষায় ততটাই খারাপ। দই এর তৈরি খাবার এই সময় বেশি খেলে সেখান থেকে হতে পারে একাধিক সমস্যা। দই খেলে কফ, সর্দি জ্বর হতে পারে। এই সময় গাঁজানো কোনও খাবারই খাওয়া ঠিক নয়।

শাক শরীরের জন্য খুবই ভাল। আয়রনও থাকে প্রচুর পরিমাণে। তবে বর্ষার দিনে এই শাক এড়িয়ে চললেই ভাল। শাক মূলত জলে হয়। এর ফলে শাকের মধ্যে অনেক পোকামাকড় থাকে। বহুবার ধোওয়ার পরেও সেই নোংরা পরিষ্কার হয় না। আর শাক হজম হতে সময়ও লাগে অনেকটা বেশি।

সরাসরি ট্যাঙ্ক বা কলের জল বর্ষাকালে খাবেন না। বর্ষাকালে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার সমস্যা খুবই বাড়ে। এই সময় জল ফিল্টার না করে কোনও ভাবেই খাবেন না। প্রয়োজনে জল ফুটিয়ে খান। আর অন্যের বোতল থেকে জল খাবেন নীা। এতেও সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। বর্ষাকালে কাঁচা স্যালাড নয়। চপ, পকোড়ার সঙ্গে যদি কেটে রাখা শসা, পেঁয়াজ, গাজর এসব দেওয়া হয় তাহলে তা একেবারেই খাবেন না। এই সঙ্গে মাশরুমও নয়। মাশরুমের মধ্যে পুষ্টি থাকে অনেকটা। তবে যেহেতু মাশরুম মাটিতে হয় বর্ষার দিনে এর মাধ্যমে আরও একাধিক জীবানু প্রবেশ করতে পারে খাবারের মধ্যে।

বর্ষায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা খুবই জরুরি। সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়বে এমন খাবার বেশি করে খেতে হবে। মুসুর ডালের স্যুপ, মধু, শুকনো আদা, আদা দেওয়া চা, কাঁচা হলুদ এসব বেশি করে খেতে হবে।

চিনিজাতীয় শর্করা থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির সঞ্চার হয়

খাবারে নুন-চিনি কম বা বেশি হলে শুধু রান্নার স্বাদ নষ্ট হয় না, ক্ষতি হয় স্বাস্থ্যেরও। পুষ্টিবিদদের মতে, রোজের খাদ্যতালিকায় অতিরিক্ত নুন-চিনি থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেও ভাল নয়। এ অভ্যাসের হাত ধরে ওজন বেড়ে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, হার্টের সমস্যার মতো রোগের চোখরাঙানি বাড়ে। সেই ভয়ে অনেকেই খাদ্যতালিকা থেকে নুন ও চিনি একেবারে বাতিল করে দেন। কিন্তু জানেন কি, শরীরে এই উপাদানগুলির ঘাটতি হলেও দেখা দিতে পারে সমস্যা? সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে শরীরে পর্যাপ্ত মাত্রায় সোডিয়াম ও শর্করার প্রয়োজন। নুন একটি খনিজ, যা শরীরে তরল ও অ্যাসিডের ভারসাম্য বজায় রাখতে, স্নায়ুগুলির কার্য পরিচালনা করতে এবং পেশি সঙ্কোচন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। অন্য দিকে, চিনি হল এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট, যা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয়। এখন পুষ্টিবিদদের পরামর্শ ছাড়া কেবল সমাজমাধ্যমের উপর ভরসা করেই অনেকে বিভিন্ন রকম ডায়েট মেনে চলতে শুরু করেন। সেই ডায়েটে চিনি ও নুন একেবারে থাকে না বললেই চলে। দীর্ঘ দিন এ প্রকার ডায়েট মেনে চললে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। নুন-চিনি খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে শরীরের কী ক্ষতি হতে পারে? চিনিজাতীয় শর্করা থেকেই শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির সঞ্চার হয়। হঠাৎ চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলে আপনার কর্মদক্ষতা কমে যেতে পারে। শরীরে ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম ভাব আসতে পারে। কাজে মন বসানো কঠিন হয়ে যেতে পারে। নুন হল আয়োডিনের ভাল উত। নুনে থাকা সোডিয়াম ক্লোরাইড ইলেকট্রোলাইটকে ব্যালান্স করতে সাহায্য করে। শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা গেলে থাইরয়েড গ্রন্থি ঠিক মতো কাজ করতে পারে না। যার ফলে শরীরে হাইপোথাইরয়েডিজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি, আয়োডিন-যুক্ত নুন শরীরে ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। তাই, পরিমিত মাত্রায় নুন খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। তবে যে সব খাবারে অতিরিক্ত নুন-চিনি রয়েছে, তা-ও খাওয়া উচিত নয়। মূলত প্যাকেটজাত পানীয় ও খাবারে নুন, চিনি বেশি মাত্রায় থাকে। ফলে এমন খাবার এড়িয়ে চলুন। কী ভাবে রোজকার ডায়েটে নুন-চিনি খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবেন?

১) খাওয়ার টেবিলে নুন রাখার পাত্র রাখবেন না। অনেকেরই পাতে নুন নিয়ে খাওয়া স্বভাব আছে। সবার আগে এই অভ্যাসে বদল আনুন।

২) বাজারচলতি কোনও প্রক্রিয়াজাত খাবার কেনার আগে প্যাকেটের গায়ে নুন ও চিনির পরিমাণটা ভাল করে দেখে নেবেন। খুব ভাল হয় যদি এই খাবারগুলি একেবারেই এড়িয়ে চলতে পারেন।

৩) ঠান্ডা পানীয় কিংবা সোডা জাতীয় পানীয় খেয়ে থাকেন? এগুলি এড়িয়ে চলাই ভাল। তার পরিবর্তে ফল অথবা ফলের রস খেতে পারেন।

৪) সরাসরি চিনি না খেয়ে চিনির পরিবর্তে কিশমিশ, গুড়, মধু খেতে পারেন। তবে তা যেন অবশ্যই পরিমিত মাত্রায় হয়, সে দিকে নজর দিতে হবে।

খাওয়াদাওয়ায় বিধি-নিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন

উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা এখন আর শুধু বার্ধক্যে সীমাবদ্ধ নেই। অল্প বয়সিদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে এই রোগ। বাইরের খাবারদাবারের প্রতি ঝোঁক এর একটা বড় কারণ। প্রতিনিয়ত তেলমশলা, ভাজাভুজি, প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাসে রক্তচাপের মাত্রা বাড়তে থাকে। উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা বিপদসীমা পেরোনোর আগেই রাশ টানা জরুরি।

এই রোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু জীবনযাপন করা অত্যন্ত জরুরি। খাওয়াদাওয়ায় বিধি-নিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন। নিজেকে নিয়মে না বাঁধলে পরবর্তী কালে মুশকিলে পড়তে হতে পারে। সেই সঙ্গে ওষুধ আর চিকিৎসকের দেওয়া পরামর্শ তো আছেই। তবে নিয়মের পথ ধরে হেঁটে নিজেকে সুস্থ রাখা ছাড়াও রক্তচাপের মাত্রা কমানোর আরও একটি উপায় রয়েছে। তা হল ঘরোয়া টোটকা। হেঁশেলেই এমন অনেক জিনিস থাকে, যেগুলি বেশ কিছু রোগের সঙ্গে সহজেই মোকাবিলা করতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ তেমনই একটি রোগ। রক্তচাপের মাত্রা কমাতে ভরসা হতে পারে তিন পানীয়।

আমলকি এবং আদার শরবত

আমলকি এবং আদা দুই-ই উচ্চ রক্তচাপের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আমলকিতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং ভিটামিন সি, যা রক্ত চলাচল সচল রাখে এবং রক্তচাপের মাত্রাও কমাতে সাহায্য করে। একই ভাবে আদাও রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখে। সেই সঙ্গে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আমলকি এবং কয়েক টুকরো আদা একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে শরবত বানিয়ে নিন। খালিপেটে নিয়ম করে খেলে উপকার পাবেন।

ধনেবীজের শরবত

ধনে শরীরে জমে থাকা বাড়তি সোডিয়াম এবং জল বাইরে বার করে দেয়। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য সোডিয়াম বিপজ্জনক। তবে ধনে বীজে থাকা কিছু স্বাস্থ্যকর উপাদান সোডিয়ামের মাত্রা বাড়তে দেয় না। তাই উচ্চ রক্তচাপ হলে তরকারিতে দিয়ে হোক কিংবা শরবত বানিয়ে, ধনে খাওয়া জরুরি। আগের দিন রাতে এক কাপ জলে ধনে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছেঁকে নিয়ে এই জল খান। রক্তচাপের মাত্রা কয়েক দিনেই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

বিট আর টোম্যাটোর শরবত

সব্জি হিসাবে দু'টিরই গুণ অনেক। ত্বকের যত্ন নেওয়া থেকে শরীরের দেখাশোনা সবেতেই বিট আর টোম্যাটো সত্যিই উপকারী। রক্তচাপের মাত্রা কমাতেও এই দুইয়ের জুড়ি মেলা ভার। টোম্যাটোতে রয়েছে লাইকোপেন, বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন ই, যা অত্যন্ত কার্যকর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। তাই টোম্যাটো খেলে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোসলিক দু'ধরনের উচ্চ রক্তচাপ থেকেই দূরে থাকা যায়। একই ভাবে বিটের স্বাস্থ্যগুণ কম নয়। বিটে রয়েছে নাইট্রেটস, যা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। রক্ত চলাচলও সচল রাখে।। বিট এবং টোম্যাটো একসঙ্গে রস করে খেতে পারলে সুফল মিলতে বাধ্য।

কম খরচে খাবারের স্বাদ হবে রেস্তরাঁর মতো

প্রতি দিনের সাধারণ বাঙালি খাবারের তালিকায় ডাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সব্জির সঙ্গে ডালেও টোম্যাটো দেন অনেকে। কিন্তু টোম্যাটোর দাম আকাশছোঁয়া। যে সব রান্না টোম্যাটো ছাড়া করাই যায় না, তার মধ্যে টকদই বা ভিনিগার দিলে কি আর সেই স্বাদ হয়? অবশ্য খাবারের বিষয়ে স্বাদের আগেও ঘ্রাণ গুরুত্বপূর্ণ।

যে কোনও পদ চেখে দেখার আগে তার ঘ্রাণই অর্ধেক মানুষর মন জিতে নিতে পারে। তাই ডালের গন্ধের সঙ্গে কোনও আপস করা যাবে না। রন্ধন বিশারদেরা বলছেন, টোম্যাটোর স্বাদ না এলেও কিছু উপাদান ব্যবহার করলে ডালে এমন গন্ধ হবে যে টোম্যাটোর অভাব বোঝাই যাবে না। জানেন সেগুলি কী কী?

১) আদা- অনেকেই সেদ্ধ ডালে আদা দিতে চান না। তবে ডাল ফ্রাই বা তড়কা রান্নার সময়ে কিন্তু আদা ব্যবহার করতেই হয়। মশলা কষানোর সময়ে আদা দিলে তার স্বাদ অন্য রকম। কিন্তু ডাল রান্নার একেবারে শেষ পর্যায়ে উপর থেকে আদা ঘষে দিয়ে দিলে স্বাদ, গন্ধে তা টোম্যাটোকে টেক্কা দিতেই পারে।

২) রসুন- রসুনের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। সেই গন্ধের জোরেই অনেক সাধারণ রান্না উতরে যায়। সাধারণ ডাল হোক বা তড়কা, তার মধ্যে যদি টোম্যাটো না দিতে চান, রসুন কুচি দেওয়া যেতেই পারে।

৩) পেঁয়াজ-সেদ্ধ মুসুর ডালে পেঁয়াজ ফোড়ন দেন অনেকেই। তবে অন্য কোনও ডালে শুধু পেঁয়াজের ফোড়ন ভাল লাগে না। সঙ্গে রসুন, আদা বাটা ফোড়ন দিলে তার গন্ধ এবং স্বাদ, দুই-ই আলাদা হয়। সে ক্ষেত্রে টোম্যাটো না দিলেও খুব একটা সমস্যা হয় না। ৪) ধনে পাতা- আবার নিরামিষ ডালে তো পেঁয়াজ, রসুন কিছুই দেওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে ডালের স্বাদ বাড়িয়ে তুলবেন কী ভাবে? সহজ উত্তর হল ধনে পাতা। সেদ্ধ ডালই হোক বা ডাল দিয়ে তৈরি যে কোনও খাবার, স্বাদ বাড়িয়ে তুলতে ধনে পাতাই যথেষ্ট।

৫) গরম মশলা- টোম্যাটোর স্বাদ এনে দিতে না পারলেও ডালে লোভনীয় গন্ধ এনে দিতে পারে গরম মশলা। তবে সেদ্ধ ডালে গরম মশলা না দিলেও ডাল ফ্রাই বা ডাল দিয়ে তড়কা তৈরির একেবারে শেষে সামান্য একটু গরম মশলা, রান্নার স্বাদ-গন্ধই পাল্টে দেয়।

পশ্চিম ত্রিপুরার লালটিলায় বৈদিক গুরুকুল ও বানপ্রস্থ আশ্রমের শুভ উদ্বোধন ২৭ মার্চ

আগরতলা, ২৫ মার্চ : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার লালটিলা বামুটিয়া অঞ্চলে আগামী ২৭শে মার্চ এক মহতী আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৈদিক গুরুকুল ও বানপ্রস্থ আশ্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পরম পিতা পরমেশ্বরের অশেষ কৃপা এবং মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছে এক বিশাল বৈদিক মহাযজ্ঞ। অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের ধর্মপ্রাণ ভক্তবৃন্দ, আচার্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি প্রত্যাশা করছেন আয়োজকরা। অনুষ্ঠানের সূচিতে থাকছে পতাকা উত্তোলন, আশ্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, বৈদিক মহাযজ্ঞ এবং বিভিন্ন উপদেশক ও বক্তাদের বক্তব্য প্রদান। এছাড়াও, উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

এই গুরুকুল ও আশ্রমের মূল লক্ষ্য বৈদিক শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার। আশ্রমের সভাপতি গুণধর চন্দ্র দাস এবং সম্পাদক চিকিৎসক খোকন রায় এক যৌথ বিবৃতিতে সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন।

তাঁরা জানান, এই উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও মহাযজ্ঞে সকলের উপস্থিতি আশ্রমের কার্যক্রমকে আরও সফল ও অর্থবহ করে তুলবে বলেও আয়োজকদের বিশ্বাস।

উত্তর জেলায় বাসন্তী পুজো: কচিকাঁচাদের অংশগ্রহণে উৎসবের শুভ সূচনা

ধর্মনগর, ২৫ মার্চ : মহাষষ্ঠীর পুণ্য তিথিতে উত্তর জেলা জুড়ে শুরু হলো বাসন্তী পুজোর বর্ণাঢ্য আয়োজন। অকাল বোধনের পরিবর্তে বসন্তকালীন এই তিথিতেই দেবী দুর্গার আরাধনার সূচনায় বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে দেখা গেছে উৎসবের আমেজ ও ব্যস্ততা।প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও পদ্মপুর-রাধাপুর সর্বজনীন বাসন্তী পূজা কমিটি নানা আয়োজনের মাধ্যমে উৎসব উদযাপনে এগিয়ে এসেছে। মহাসষ্ঠীর সকালেই কচিকাঁচাদের নিয়ে আয়োজিত 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবারের কর্মসূচি। খুদে শিল্পীদের রঙ-তুলির আঁচড়ে সাদা কাগজে ফুটে ওঠে দেবীর আগমনী বার্তা, যা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে এক অনন্য আবহ সৃষ্টি করে।ঢাকের তালে তালে এবং শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। সজ্জিত মণ্ডপ ও আলোকসজ্জায় পদ্মপুর-রাধাপুর পূজা প্রাঙ্গণ যেন পেয়েছে নতুন রূপ।পূজা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মীয় আচার পালনের পাশাপাশি উৎসবের দিনগুলোতে থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কয়েক হাজার ভক্তের জন্য মহাপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন। এছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে একাধিক উদ্যোগ।কমিটির এক সদস্য জানান, পুজোর আনন্দকে আরও প্রাণবন্ত করতে এবং ছোটদের উৎসাহিত করতেই প্রতি বছর এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়।মহাষষ্ঠীর এই শুভ সূচনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় এখন উৎসবের আবহ, আনন্দ আর উদ্দীপনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে উত্তর জেলা।

ভাঙড়ে বোমা বিস্ফোরণ: তদন্তে নামল এনআইএ, জোরালো হচ্ছে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত

কলকাতা, ২৫ মার্চ(আইএএনএস) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে তদন্ত শুরু করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। কেন্দ্রীয় সংস্থার সূত্রে জানা গেছে, ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজার থানার অন্তর্গত এলাকায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে নেমেছে তারা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভাঙড়ের সাউথ বামুনিয়া গ্রামে পরপর কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটে, যখন সেখানে দেশি বোমা তৈরির কাজ চলছিল। এই ঘটনায় মশিউর কাজি নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। অভিযোগ, বিস্ফোরণের পর মৃতদেহটি প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার দূরে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় একটি মাছের ভেড়ির কাছে ফেলে দেওয়া হয়। তদন্তকারীদের সন্দেহ, গোটা ঘটনার পেছনে বড়সড় কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে।

এনআইএ সূত্রে আরও জানা গেছে, ঘটনাস্থলে বোমা তৈরির কাজ চলছিল এবং বিস্ফোরণের পর প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছে। ২০২২ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরের ঘটনার মতো এখানেও মৃতদেহ সরানোর চেষ্টা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, বিস্ফোরণটি ঘটেছে কলকাতা পুলিশের এলাকায়, কিন্তু মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে রাজ্য পুলিশের অধীনস্থ অন্য এলাকায়যা নিয়ে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। এনআইএ ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছে এবং শীঘ্রই বিশেষ এনআইএ আদালতে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করা হবে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, প্রায় এক সপ্তাহ আগে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাড়োয়া এলাকা থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। ছয় দিনের তদন্তে পুলিশ জানায়, মশিউর কাজি বোমা তৈরি করতে গিয়ে বিস্ফোরণে নিহত হন।

পুলিশ সূত্রে খবর, মশিউর কাজি দেগঙ্গার গাঙ্গনিয়া এলাকার ১৭৮ নম্বর বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন বলে জানা গেছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস এই দাবি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই সঞ্জয় মণ্ডল নামে এক অ্যাম্বুল্যান্স চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত এগোচ্ছে একাধিক দিক খতিয়ে দেখে।

৯ মাস বয়সী শিশুর হৃদরোগের সফল অস্ত্রোপচার

আগরতলা, ২৫ মার্চ: গোমতী জেলা হাসপাতালের রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম মোবাইল হেলথ টিমের নিরলস প্রচেষ্টায় গোমতী জেলার তেপনিয়ার ৯ মাস বয়সী শিশু এক জটিল হৃদরোগ থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতালে এই সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

গোমতী জেলার তেপানিয়া ব্লকের অন্তর্গত গর্জনমুড়ার বাসিন্দা নারায়ণ মল্লিকের ৯ মাস বয়সী পুত্র সুদর্শন মল্লিক জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত ছিল। গর্জনমুড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রুটিন স্ক্রিনিং চলাকালীন আর.বি.এস.কে-এর মোবাইল হেলথ টিম শিশুটির শারীরিক অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে এবং প্রাথমিকভাবে হৃদরোগের সন্দেহ পোষণ করে। জেলা হাসপাতাল তেপনিয়ার আর.বি.এস.কে টিমের সুপরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিহ্নিত করা হয়। এরপর প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতালে রেফার করা হয়। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সি.এস. মধুকুমারন-এর নেতৃত্বে এক অভিজ্ঞ চিকিৎসক দল সুদর্শন মল্লিকের সফল হার্ট সার্জারি সম্পন্ন করেন। অস্ত্রোপচার পরবর্তী সময়ে শিশুটি বর্তমানে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে এবং তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

আর.বি.এস.কে প্রকল্পের আওতায় এই সম্পূর্ণ ব্যয়বহুল চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয়েছে, যার ফলে পরিবারটিকে কোনো আর্থিক বোঝার সম্মুখীন হতে হয়নি। সুদর্শনের বাবা নারায়ণ মল্লিক এবং তার পরিবার এই সংকটময় সময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আর.বি.এস.কে টিম এবং জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তারা জানান, সরকারি এই প্রকল্পের সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে চেন্নাই নিয়ে গিয়ে এত বড় অপারেশন করানো সম্ভব ছিল না। প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসায় সুস্থ হচ্ছে শৈশব- এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করে চলেছে আর.বি.এস.কে টিম। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন।

উপনির্বাচন: ভোটারগণ এপিক ছাড়া আরও ১২টি বিকল্প সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে পারবেন

আগরতলা, ২৫ মার্চ: ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটারগণকে ভোট দেওয়ার সময় সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে হবে। যদি কোনও ভোটার এপিক আই কার্ড প্রদর্শন করতে অক্ষম হন তাহলে বিকল্প পরিচয়পত্র হিসেবে আধার কার্ড, রেগার জব কার্ড, ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিসের ছবি সহ পাসবুক, কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রণালয় / আয়ুষ্মান ভারত হেলথ কার্ড কর্তৃক জারি করা হেলথ ইনস্যুরেন্স স্মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পেন কার্ড, এন.পি.আর-এর অধীন আর.জি.আই. কর্তৃক জারি করা স্মার্ট কার্ড, ভারতীয় পাসপোর্ট, ছবি সহ পেনশন ডকুমেন্ট, কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার। পি.এস.ইউ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জারি করা ছবি সহ আই কার্ড, এম.পি. এম.এল.এ./ এম.এল.সি. কর্তৃক জারি করা অফিসিয়াল আই কার্ড এবং সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের জারি করা ইউনিক ডিসেবিলিটি আই.ডি. কার্ড দেখাতে পারবেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগে সংখ্যালঘু ভোট ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই তীব্র

কলকাতা, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু ভোটকে ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দুই দফায় ভোটগ্রহণের আগে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী বিজেপির মধ্যে সরাসরি প্রতিযোগিতার পাশাপাশি একাধিক ছোট দলও এই ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিকভাবে রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট মূলত ক্ষমতাসীন দল বা জোটের দিকেই ঝুঁকেছেকংগ্রেস, বামফ্রন্ট হয়ে বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস পর্যন্ত সেই ধারা বজায় রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রভাব ভাঙার চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ২৯১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৭ জন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছে। প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা থাকা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১১৫টি আসনে সংখ্যালঘু ভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

এদিকে, সংখ্যালঘু ভোটে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে নতুন ও ছোট দলগুলিও সক্রিয়। ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) গতবার বাম-কংগ্রেস জোটের সঙ্গে লড়ে ভাঙড় থেকে একটি আসন জিতেছিল। এবার আসন সংখ্যা কিছুটা কমলেও জোটের শরিকদের মধ্যে 'বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই'-এর সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে, কংগ্রেস এবার একাই নির্বাচনে লড়াই করছে এবং মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় নজর দিয়েছে।

নতুন সমীকরণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি) এবং আসাদউদ্দিন ওয়াইসির নেতৃত্বাধীন এআইএমআইএমের জোট। এই জোটও সংখ্যালঘু ভোটে ভাগ বসিয়ে নির্বাচনের পর ক্ষমতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে।

উল্লেখ্য, এআইএমআইএম এবারই প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। এর আগে তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ নিলেও বিধানসভা ভোটে সরাসরি লড়াই করেনি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, একাধিক দলের এই প্রতিযোগিতার ফলে সংখ্যালঘু ভোটে বিভাজন ঘটতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়া নির্মূলে বিশেষ অভিযান শুরু, দোবাশি পাড়ায় সচেতনতা শিবির

বিলোনিয়া, ২৬ মার্চ : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্যে বিশেষ অভিযান 'ইন্টেনসিফাইড ম্যালেরিয়া এলিমিনেশন ক্যাম্পেইন' শুরু করেছে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর। গত বছর যেসব এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগী শনাক্ত হয়েছিল, সেসব এলাকায় ব্যাপকভাবে পরীক্ষা, দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা নিশ্চিত করাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে নলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন কৈলাসনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত দোবাশি পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ ম্যালেরিয়া সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরটি পরিদর্শন করেন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক সাজ্জাদ পি। তিনি জানান, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর যৌথভাবে কাজ করছে।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস জানান, গত দুই বছরে জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকটাই কমেছে এবং সম্পূর্ণ নির্মূলের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া জেলার ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ আধিকারিক ডাঃ মনীষ চৌধুরী জানান, আগামী ২৭শে মার্চের মধ্যে জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ব্যাপক হারে 'ম্যাস স্ক্রিনিং' সম্পন্ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, জ্বর হলে অবশ্যই ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করা জরুরি, বাড়িঘর ও আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে, মশারি ব্যবহার করতে হবে এবং কোথাও জল জমতে দেওয়া যাবে না।আজকের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ গোবিন্দ ভৌমিক, জেলার ম্যালেরিয়া কনসালটেন্ট তাপস পাল, ম্যালেরিয়া টেকনিক্যাল সুপারভাইজার বিজয় চক্রবর্তী সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।উক্ত শিবিরে মোট ১৩১ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়, তবে কারও শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়নি বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

ORDER

Whereas, it is felt necessary to keep all licensed firearms in Govt. safe custody, in order to keep peace & tranquility in Unakoti District during forthcoming TTAADC Election -2026;
Now therefore, in exercise of power conferred upon me under the Arms Act, 1959, I Dr. T. Majumdar, IAS, District Election Officer (District Magistrate & Collector) Unakoti District, Kailashahar, do hereby order that all licensee of firearms of Unakoti District should deposit their firearms and ammunition in their nearest Police Station after obtaining a receipt by 01-04-2026 positively, failing which appropriate action will be taken as per Arms Act, 1959;
Any person having in his/her possession any arms or ammunition beyond the above date shall be liable to be prosecuted and his/her arms ammunition will be confiscated under relevant provision of the Arms Act, 1959;
This order will not be applicable to the Police personnel, TSR, CRPF, Armed Forces, Arms Forest Guard on duty and firearms used in Bank and Indian Oil for security duty;
This order will take immediate effect' and will continue up to completion of Election process. After end of the period of election process, Firearms may be released from concerned Police Stations.
The Police Authority should take necessary steps accordingly Give this order under my hand and seal on 25-03-2026.

ICA/D-2182/26

(Dr. T. Majumdar, IAS)
District Election Officer
(District Magistrate & Collector)
Unakoti District, Kailashahar

মণিপুরের উখরুলে অবৈধ বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিল নিরাপত্তাবাহিনী, কুকি-নাগা উত্তেজনায় জোরদার নিরাপত্তা

ইম্ফল, ২৫ মার্চ(আইএএনএস) : মণিপুরের উখরুল জেলা জেলায় কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষের জেরে নিরাপত্তাবাহিনী একাধিক অবৈধ বাঙ্কার ধ্বংস করেছে। এই ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন, যার মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন বলে বুধবার জানানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লিটান থানার অধীনে একাধিক এলাকায় একযোগে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে লেংগিয়াংচিং এবং মংকাট চেপু গ্রামে দুটি অবৈধ বাঙ্কার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই গ্রামগুলিতে কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন।

অভিযান চলাকালীন বিপুল পরিমাণ গুলির খোসা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, অধিকাংশ বাঙ্কার অকার্যকর করে দেওয়ায় গুলিবর্ষণের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। নিয়মিত টহল এবং কৌশলগত বাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

লিতান সারেইখোং সংলগ্ন এলাকায় কুকি ও তাংখুল নাগা গ্রামবাসীদের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনার প্রেক্ষিতেই এই যৌথ অভিযান শুরু হয়। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে ৩০টিরও বেশি বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল।

গত দুই মাস ধরে মংকোট চেপু ও শারকাফুং-সহ একাধিক গ্রামে বিচ্ছিন্ন গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার পাশের কামজং জেলা-এর শারকাফুংয়ে গুলিতে দুই তাংখুল নাগা গ্রামবাসী আহত হন। সোমবার মংকোট চেপুতে এক কুকি মহিলা গুলিবিদ্ধ হন।

অন্যদিকে, মণিপুর পুলিশ মোরেহ থেকে এমডি শানজিত খান (৩৮) নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সেনাপতি জেলা-এ দায়ের হওয়া একটি মামলার সঙ্গে তিনি যুক্ত বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়া, কাংপোকপি জেলা-এর টিংখাই খুল্লেন ও নেপালি খুট্টি এলাকা থেকে বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ৯ এমএম কারবাইন, দেশি পিস্তল, রাইফেল, ইম্প্রোভাইজড মর্টার, বিভিন্ন ক্যালিবারের গুলি এবং প্যালেট।

বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যের নিরাপত্তাবাহিনী জঙ্গি কার্যকলাপ দমনে ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে। রাজ্যজুড়ে ১১৩টি চেকপোস্ট বসানো হয়েছে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও যানবাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে।

এছাড়া, ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় মহাসড়ক (এনএইচ-৩৭)-এ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবাহী ট্রাকসহ যানবাহনগুলিকে নিরাপত্তা এসকর্ট দেওয়া হচ্ছে। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি রয়েছে।মণিপুর পুলিশ সাধারণ মানুষকে গুজব বা ভুয়ো ভিডিওতে বিভ্রান্ত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। কোনও ভিডিও বা অডিওর সত্যতা যাচাই করে তবেই বিশ্বাস করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ালে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে পুলিশ।

পাশাপাশি, লুট হওয়া অস্ত্র, গোলাবারুদ বা বিস্ফোরক দ্রুত নিকটবর্তী থানায় জমা দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

আখাউড়া স্থল বন্দরে ডিজিটাল মিত্র বিষয়ক প্রশিক্ষন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৫ মার্চ:দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এবং ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় গতকাল আখাউড়াস্থিত স্থল বন্দরে ডিজিটাল মিত্র বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪০ এর অধীনে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদস্য (অর্থ) ড. রেখা রাইকার কুমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের তরুণদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ডিজিটাল মিত্র কর্মসূচিটি তরুণদের প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে এবং বিশেষ করে সীমান্ত এলাকাগুলোতে সেবা প্রদানের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কৃষ্ণ রাজ বলেন, রাজ্য সরকার দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ডিজিটাল মিত্র কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল তৃণমূলস্তরে ডিজিটাল ও ই-গভর্ন্যান্স সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই কর্মসূচি তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানে সুযোগ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি উদ্যোগপতি তৈরিতেও সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার সহ ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার আধিকারিকগণ। দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
কেন্দ্রীয় জোন
(Central Zone)
স্মারক নং ঃF.2/Touji/AMC/CZ/2014/4438
(আংশিক সংশোধন) তারিখ ঃ ২৫/০৩/২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাচ্ছে যে, চৈত্র মেলা সংক্রান্ত ফর্ম জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ, যা পূর্বে ২৬/০৩/২০২৬ তারিখে নির্ধারিত ছিল, তা পরিবর্তন করে ৩০/০৩/২০২৬ তারিখে নির্ধারণ করা হলো।
উল্লেখ্য যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি ১৯/০৩/২০২৬ তারিখে জারিকৃত পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির আংশিক সংশোধনস্বরূপ জারি করা হলো। অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উক্ত পরিবর্তিত তারিখ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর:-
Sd/-
সহকারী মিউনিসিপাল কমিশনার
কেন্দ্রীয় জোন, এ.এম.সি.

পাঞ্জাবে আধিকারিকের আত্মহত্যা, সিবিআই তদন্তের দাবি নিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ বিজেপি

চণ্ডীগড়, ২৫ মার্চ(আইএএনএস): পাঞ্জাবের এক আধিকারিকের আত্মহত্যার ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া-র সঙ্গে দেখা করল বিজেপির এক প্রতিনিধি দল। বুধবার এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পাঞ্জাব বিজেপি সভাপতি সুনীল জাখর।

প্রতিনিধি দলটি ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট গগনদীপ সিং রান্ধাওয়া-র মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তোলে। এই ঘটনাকে 'আত্মহত্যা' বলে দাবি করা হলেও, বিজেপির অভিযোগএতে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে।

মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে সুনীল জাখড় বলেন, "যখন সরকারের মন্ত্রীরাই অভিযোগের মুখে, তখন সেই সরকারের থেকে নিরপেক্ষ তদন্ত আশা করা যায় না।" তিনি জানান, মৃতের পরিবার ও পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচারের স্বার্থে সিবিআই তদন্ত চাইছেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মানুষ যখন ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান গুজরাতে দলের প্রচারে ব্যস্ত। এতে সরকারের সংবেদনশীলতার অভাব স্পষ্ট বলে মন্তব্য করেন তিনি।

একইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, মুখ্যসচিব ও ডিজিপির মতো শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তারা কীভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। তাঁর কথায়, এতে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

জাখড় আরও বলেন, সংসদে কংগ্রেসের সাংসদরা আগে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখিত আবেদন চাওয়ার পর কিছু সাংসদ পিছিয়ে যান। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মানের চাপে কংগ্রেস পিছিয়ে এসেছে, যা প্রমাণ করে তারা আম আদমি পার্টি সরকারের প্রভাবেই চলছে।

তিনি বলেন, "বিজেপি ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে এবং যতদিন না সঠিক তদন্ত হচ্ছে, ততদিন এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।" এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন অশ্বিনী শর্মা, ইকবাল সিং লালপুরা, সোম প্রকাশ, টিকশন সুদ, মনপ্রীত সিং বাদল, কেভল সিং ধিলোঁ-সহ একাধিক নেতা।

এফিডেভিট

আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মুসলিম ধর্মালম্বী ঝুটন মিঞা (Jutan Miah)বয়স ৪১(একচল্লিশ) পিতা:শাহজান মিঞা। বাড়ি+ পোঃ উত্তর চড়িলাম, থানা বিশালগড়, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা। বিশালগড় থানার অন্তর্গত উত্তর চড়িলাম গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। আমার পিতার কিছু কাগজপত্রে (Sahajan Miah) শাহজান মিঞা এবং (Shajahan Miah) রয়েছে। আমার পিতার নামের স্থানে অর্থাৎ ভুলক্রমে (Shajahan Miah) রয়েছে।বিশালগড় মহকুমা আদালতের ২৫ মার্চ ২০২৬ ইং নোটারি এফিডেভিট মূলে আমার পিতার নাম শাহজান মিঞা (Sahajan Miah) এবং (Shajahan Miah) একই ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হোক।

গোমতী জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালিত ১০০ দিনের যক্ষ্মা অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা

আগরতলা, ২৫ মার্চ: আজ গোমতী জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে জামজুরি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে ১০০ দিনের যক্ষ্মা অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।জামজুরি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সদস্য নির্মল নন্দী, শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. অভিজিৎ দত্ত, কাকড়াবন সি এইচ সির চিকিৎসক ডা. খুম্বর দেববর্মা সহ জামজুরি পঞ্চায়েতের সকল জনপ্রতিনিধি, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এবং আশাকর্মীগণ। আজকের কর্মসূচিতে মোট ১২৮ জন সচেতনতা শিবিরে অংশ নেন। পাশাপাশি ৫২ জন শিশুকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। একজন "টিবি চ্যাম্পিয়ন"-এর পক্ষ থেকে বর্তমান যক্ষ্মা রোগীর পরিবারকে "ফুড বাস্কেট" বা খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়।উদয়পুরের রাজারবাগ আরবান পিএইচসি-তে একটি সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলা যক্ষ্মা আধিকারিক ডাঃ সৌমিক চক্রবর্তী এবং উদয়পুরের মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জয়দীপ দেববর্মা। সেখানেও রোগীদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। একইভাবে, অমরপুর মহকুমা হাসপাতালেও বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেরল ভোট: সোনিয়া গান্ধীর অসুস্থতায় স্থগিত রাহুল গান্ধীর কোঝিকোড় সফর

কোঝিকোড়, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : রাহুল গান্ধী-র বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচনী সফর বুধবার কেরলের কোঝিকোড়ে স্থগিত করা হয়েছে। তাঁর মা এবং কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রী সোনিয়া গান্ধী-র অসুস্থতার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার জেরে কেরলে কংগ্রেসের নির্বাচনী সূচিতে দ্রুত পরিবর্তন আনা হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়ুগে এখন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)-এর প্রচারের দায়িত্ব সামলাবেন।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন ওয়েনাড় লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাহুল গান্ধীর এই সফরকে ঘিরে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উতাহ তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে মালাবার অঞ্চলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁর উপস্থিতি নির্বাচনী লড়াইয়ে গতি আনবে বলে মনে করা হচ্ছিল।

কিন্তু সোনিয়া গান্ধীর হঠাৎ অসুস্থতার কারণে রাহুল গান্ধী দিল্লিতেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং পারিবারিক দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেন। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি অনুকূল হলে তিনি পরবর্তী সময়ে কেরলের নির্বাচনী প্রচারে যোগ দিতে পারেন।

এদিকে, মল্লিকার্জুন খাড়ুগে রাজ্যে একাধিক জনসভায় ভাষণ দেবেন এবং দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। নির্বাচনের আগে ইউডিএফ-এর সমর্থন আরও মজবুত করতে তাঁর এই প্রচারকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা অবশ্য রাহুল গান্ধীর সফর স্থগিত হওয়া নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই বলে জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, ইউডিএফ-এর সংগঠন শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত, যা ভোটে ইতিবাচক ফল দেবে।

প্রসঙ্গত, আগামী ৯ এপ্রিল কেরলে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গণহত্যা দিবস পালন বাংলাদেশে, ১৯৭১-এর নৃশংসতা স্মরণে দেশজুড়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঢাকা, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের সেই ভয়াবহ রাতযা 'কালরাত্রি' নামে পরিচিতআজও বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গভীর বেদনার স্মারক। বুধবার 'গণহত্যা দিবস' পালন করছে বাংলাদেশ, স্মরণ করা হচ্ছে পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো নৃশংস অভিযান।

১৯৭১ সালের এই দিনেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়। রাত নামতেই ঢাকার রাস্তায় ট্যাঙ্ক নামানো হয় এবং নির্বিচারে গুলি চালানো শুরু হয়।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস এবং পুরনো ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়। বহু ছাত্র-শিক্ষককে হত্যা করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো পরিণত হয় গণহত্যার কেন্দ্রে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করতেই এই সামরিক অভিযান চালানো হয়েছিল। পরবর্তীতে এই সহিংসতা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে সাধারণ মানুষ, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের টার্গেট করা হয়।

চোখে দেখা সাক্ষ্য ও ঐতিহাসিক গবেষণার ভিত্তিতে জানা যায়, এক রাতেই হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা হয়, অগ্নিসংযোগে ধ্বংস হয়ে যায় বহু ঘরবাড়ি ও এলাকা।

এই ঘটনার পরই শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যা টানা নয় মাস ধরে চলার পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শেষ হয়। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানবর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানএই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী।

সেই রাতেই আওয়ামী লীগ নেতা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখ শেখ মুজিবুর রহমান-কে গ্রেফতার করে পাকিস্তানি বাহিনী। তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে প্রায় নয় মাস বন্দি করে রাখা হয়।

গণহত্যা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেন, ২৫ মার্চ ১৯৭১ দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম ও বেদনাদায়ক অধ্যায়। এই দিনটি পুরো জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

এডিসিতে এবার

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে, যার ফলে অনেক জনজাতি বাসিন্দা হতাশ। ইতিমধ্যেই তিপ্রা মথার একাধিক নেতা বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

পাকিস্তানের মন্তব্যে কড়া

● প্রথম পাতার পর

তাদের বক্তব্য ও প্রচারের মাধ্যমে বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ছড়িয়েছে, যা ভবিষ্যতে সহিংসতার পথ প্রশস্ত করতে পারে।

২০১৮ সালে জাতীয় তদন্ত সংস্থার তদন্তের ভিত্তিতে এই মামলা শুরু হয়। অভিযোগ ছিল, আন্দ্রাবির নেতৃত্বাধীন নিষিদ্ধ সংগঠন 'দুখতারান-ই-মিল্লাত' সামাজিক মাধ্যম, জনসভা ও অন্যান্য মাধ্যমে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচার চালাচ্ছিল।

আদালত আরও জানায়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভিডিও, অনলাইন পোস্ট ও অন্যান্য প্রমাণে জঙ্গিদের প্রশংসা, পাথর নিক্ষেপে উস্কানি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মতাদর্শ প্রচারের প্রমাণ মিলেছে।

গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের প্রেক্ষিতে কোনও রকম রেয়াত না দেখিয়ে কঠোর শাস্তির পক্ষেই রায় দেয় আদালত।

পশ্চিম এশিয়ার

● প্রথম পাতার পর

২৭টি দেশের বদলে ৪১টি দেশ থেকে তেল ও গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে। পাশাপাশি ৫৩ লক্ষ টনেরও বেশি কৌশলগত তেল মজুত তৈরি হয়েছে, যা ৬৫ লক্ষ টনে উন্নীত করার কাজ চলছে।

দেশে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানো, পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস প্রসার এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগে ৭০ হাজার কোটি টাকার জাহাজ নির্মাণ প্রকল্প শুরু হয়েছে, যার মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমানো হবে।

কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় পর্যাপ্ত সার মজুত রাখা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে দরিদ্র ও পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুবিধা বজায় রাখতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে, রেস্তোরাঁ, ধাবা, ক্যান্টিন ও শ্রমিকদের জন্য বাণিজ্যিক এলপিজির বরাদ্দ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে ১০০ শতাংশ পিএনজি ও সিএনজি সরবরাহ বজায় রাখা হয়েছে, যদিও শিল্প ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ শতাংশ সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।

মজুতদারি রুখতে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩,৪০০টি অভিযান চালানো হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রায় ১,০০০টি সিলিন্ডার, দায়ের হয়েছে ৬৪২টি এফআইআর এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ১৫৫ জনকে।

সমুদ্রপথে নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও নজর রাখা হচ্ছে। পারস্য উপসাগরে থাকা সব ভারতীয় নাবিক নিরাপদ রয়েছেন এবং ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজগুলির কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। 'পাইন গ্যাস' ও 'জগ বসন্ত' নামে দুটি ভারতীয় এলপিজি জাহাজ হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতের পথে রয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক ও বিভিন্ন দেশে ভারতীয় মিশনগুলি ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন চালু রেখেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪.০২ লক্ষ যাত্রী দেশে ফিরেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব, ওমান ও কাতার থেকে নিয়মিত উড়ান চলছে। পাশাপাশি বিকল্প রুটের মাধ্যমেও কুয়েত, বাহরিন, ইরান ও ইজরায়েল থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে।

৩.৮৯ কোটি টাকা তছরুপ মামলায় কেভিআইসি-র ৬ কর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল ইডির

রাঁচি, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : প্রায় ৩.৮৯ কোটি টাকা সরকারি তহবিল তছরুপের অভিযোগে ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) রাঁচি জোনাল অফিস খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশন (কেভিআইসি)-এর ছয় কর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে।

ইডি জানিয়েছে, ২৪ মার্চ ২০২৬ তারিখে রাঁচির বিশেষ সিবিআই আদালত তথা পিএমএলএ আদালতে এই প্রসিকিউশন কমপ্লেইন্ট জমা দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন সুনীল কুমার (তৎকালীন এক্সিকিউটিভ), অমন কুমার, শাহিল, প্রিয়া, বিনোদ কুমার বাইথা (তৎকালীন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, প্রশাসন ও মানবসম্পদ) এবং বঙ্কু নিশাদ।

এই মামলার তদন্ত শুরু হয় সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর দুর্নীতি দমন শাখা, রাঁচির দায়ের করা এফআইআর ও চার্জশিটের ভিত্তিতে। অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, জালিয়াতি এবং দুর্নীতির অভিযোগ।

ইডির দাবি, সুনীল কুমার তাঁর আত্মীয় ও অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগসাজশে ভুয়ো সংস্থা তৈরি করেন, এমনকি একটি জাল কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর ব্যবহার করে শেল কোম্পানিও গড়ে তোলেন। এর মাধ্যমে খাদি সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প-এর অধীনে বরাদ্দ প্রায় ৩.৮৯ কোটি টাকা কোনও কাজ না করেই আত্মীয়দের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নেওয়া হয়।

তদন্তে আরও জানা গেছে, অভিযুক্তদের আত্মীয়রা নিজেদের ব্যাঙ্কিং তথ্য ও সই করা ফাঁকা চেক তুলে দেন, যার মাধ্যমে একাধিক ভুয়ো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অর্থ লেনদেন ও মানি লন্ডারিং করা হয়।

এই অর্থ পরে রাঁচির ওরমাঞ্জিতে সুনীল কুমারের স্ত্রীর নামে কেনা স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ। নথিভুক্ত বিক্রয়মূল্য কম দেখিয়ে প্রকৃত লেনদেন গোপন করা হয়।

তদন্ত চলাকালীন ২০২৫ সালের ২০ মার্চ পিএমএলএ আইনের অধীনে সুনীল কুমারের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। এই মামলায় মোট ৭১.৯১ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করা হয়েছে, যা পরে অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

এছাড়া, অপরাধলব্ধ অর্থ থেকে রাঁচির 'আশ্রম কল্যাণ নিধি ন্যাস ট্রাস্ট'-এ স্থানান্তরিত ৩১.১১ লক্ষ টাকা স্বেচ্ছায় ফেরত দিয়ে ইডির কাছে জমা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট।

কেরলমে বিজেপির দুটি

● প্রথম পাতার পর

ধর্মদোমের টাউন জংশনে আরেকটি বিশাল নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখবেন।

এই একই ধর্মদোম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কেরলমর মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর বিজেপি নেতৃত্বের দ্বারা দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করা এবং এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হয়ে থাকবে।

কৈলাসহর বিমানবন্দরের জমি

● প্রথম পাতার পর

করেন। এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অসন্তোষ ও উদ্বেগ বাড়ছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি ক্রমশ সংবেদনশীল হয়ে উঠছে এবং দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। যদিও বিষয়টি স্থানীয় থানায় জানানো হয়েছে, তবুও জমিটি এএআই-এর আওতাধীন হওয়ায় চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বলেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি, ওই জমিতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হচ্ছে, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

এই প্রেক্ষিতে, অবিলম্বে বেআইনি দখল ও অনুমোদনহীন নির্মাণকাজ বন্ধ করে জমির উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা।

এডিসি ভোট

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনী ব্যস্ততার কারণে নির্ধারিত সময়ে মূল্যায়ন শেষ করা কঠিন হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরি বলেন, পরিস্থিতি বিবেচনা করে বোর্ড প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে। যদি মূল্যায়নের কাজ বিলম্বিত হয়, তাহলে ফলাফল প্রকাশের নির্ধারিত তারিখও পিছিয়ে যেতে পারে। তবে শিক্ষার্থীদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

৬ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ

● প্রথম পাতার পর

নাগাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য দপ্তরে উপস্থিত হন। দীর্ঘ যাচাই-বাছাই শেষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবকটি মনোনয়ন গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়।

এবারের নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ছয়জন প্রার্থী সিপিআইএম (বামফ্রন্ট)-এর অমিতাভ দত্ত, বিজেপির জহর চক্রবর্তী, কংগ্রেসের চয়ন ভট্টাচার্য, 'আমরা বাঙালি' দলের বিভাস রঞ্জন দাস, এসইউসিআই (সি)-এর সঞ্চয় চৌধুরী এবং নির্দল প্রার্থী ব্রজলাল দেবনাথ। রিটার্নিং অফিসার আরও জানান, সমস্ত আইনি বিধি মেনেই মনোনয়নপত্রগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ায় এখন রাজনৈতিক মহলের নজর প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিনের দিকে। ওই দিনই চূড়ান্তভাবে স্পষ্ট হবে, শেষ পর্যন্ত কতজন প্রার্থী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকছেন।

পানীয় জলের সংকট ভোগান্তিতে

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পের আওতায় থাকলেও পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহের মূল পাম্প দীর্ঘদিন ধরে বিকল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দফতরের কর্মীরা মাঝে মধ্যে সামান্য মেরামতির কাজ করলেও স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে পরিস্থিতি সামাল দিতে জল ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে সরবরাহ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বাসিন্দাদের দাবি, দিনে মাত্র একবার স্বল্প সময়ের জন্য জল সরবরাহ করা হচ্ছে, যা চাহিদা মেটাতে একেবারেই যথেষ্ট নয়। ট্যাঙ্কারের অনিয়মিত আগমনের কারণে অনেককেই ভোর থেকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে জল সংগ্রহের জন্য। এতে সময় নষ্টের পাশাপাশি কাজের ব্যাঘাত ঘটছে এবং জল বণ্টনকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে বিবাদও তৈরি হচ্ছে।

ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর দাবি, পাম্প মেরামত করে স্বাভাবিক জল সরবরাহ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত অন্তত দিনে দু'বার ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি দ্রুত স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

এদিকে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সুমন দেব জানান, পাম্প মোটরে বারবার বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণেই এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিষয়টি বিদ্যুৎ দফতরকে জানানো হয়েছে এবং সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাম্প পুরোপুরি চালু করা সম্ভব নয়। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে দিনে দু'বার ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

অন্যদিকে, দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ না নিলে গ্রীষ্ম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাংলাদেশে ১৯৭১-এর গণহত্যাকারীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছে: শেখ হাসিনা

ঢাকা, ২৫ মার্চ (আইএএনএস) : বাংলাদেশের গণহত্যা দিবসের প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন, দেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার অপরাধীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছে।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত ছিল বাঙালির জীবনের সবচেয়ে বিভীষিকাময় অধ্যায়। সেদিনই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' চালিয়ে পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের উপর গণহত্যা শুরু করে।

হাসিনা উল্লেখ করেন, মাত্র ন'মাসে এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান। তিনি বলেন, "এত ভয়াবহতার কোনও নজির বাঙালির ইতিহাসে ছিল না, তাই 'গণহত্যা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ বোঝাতে ইংরেজি 'জেনোসাইড' শব্দই ব্যবহার করতে হয়।"

তিনি আরও স্মরণ করেন জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান-কে, যাকে ওই রাতেই পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেফতার করেছিল। পাশাপাশি অসংখ্য শহিদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান তিনি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জানান, আন্তর্জাতিক মহলে ১৯৭১-এর গণহত্যার স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামি লিগ সরকার ২০১৭ সালের ১১ মার্চ জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছিল। তিনি দাবি করেন, নিজেদের শাসনকালে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করা হয়েছিল। "এটি প্রতিশোধ নয়, বরং ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ," বলেন তিনি।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমালোচনা করে হাসিনা অভিযোগ করেন, মুহাম্মদ ইউনুস-এর নেতৃত্বাধীন সময়ে বিচার প্রক্রিয়া থমকে যায় এবং দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি দেওয়া হয়। এমনকি এক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে সংসদ সদস্য করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

হাসিনার অভিযোগ, "শহিদদের পবিত্র স্মৃতিকে খর্ব করা এবং পাকিস্তানি মতাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী।"

তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতির ঐক্যের কথা স্মরণ করে বলেন, হত্যাকারীদের পুনর্বাসনের যেকোনও চেষ্টা রুখতে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা জরুরি।

ডিলারদের সঙ্গে বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

কোনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয় এবিষয়ে খাদ্য দপ্তর ও ডিলার কর্তৃপক্ষকে গ্রামীণ ও নগর এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করার পরামর্শ দেন। সেই সাথে তিনি জানান, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য নিয়ে যাতে কোনও ধরনের কালোবাজারি না হয় সেদিকেও কড়া নজর রাখতে হবে। যদি এমন কোনও ঘটনা অর্থাৎ চড়া দামে যদি কোথাও কোনও ধরনের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রি হচ্ছে জানা যায় সেক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও সভায় তিনি জানান।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী ভোক্তা সচেতনতা বিষয়ে বলেন, ভোক্তাদের সাথে সমন্বয় সাধন করেই আমাদের কাজ করতে হবে। কারণ ভোক্তাদের নির্ধারিত সঠিকমূল্যে পণ্য সরবরাহ করাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকতে হবে। নিরাপদ পণ্য, আত্মবিশ্বাসী ভোক্তা এই বছরের এই থিম অনুযায়ী আমাদের ভোক্তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। এজন্য ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে সমন্বয় সাধনমূলক ভাবনা তৈরির বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন। সভায় পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের সরবরাহ ও ক্রেতাস্বার্থ সুরক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন ও খাদ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা সুমিত লোধ। সভায় উপস্থিত ছিলেন খাদ্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অভিজিৎ বিশ্বাস, দপ্তরের বিভিন্ন পদস্থ আধিকারিকগণ, রাজ্যের বিভিন্ন ন্যায্যমূল্যের দোকানের প্রতিনিধিগণ, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহকারী ডিলার ও এজেন্সির প্রতিনিধিগণ।

কাল বৈশাখীর তান্ডবে

● প্রথম পাতার পর

বেশি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়েছে এবং অন্তত ৩৭টি ট্রান্সফর্মার সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। এমনকি উত্তর ত্রিপুরার মতো এলাকায় সাব-স্টেশনগুলিও ঝড়ের দাপট থেকে রক্ষা পায়নি।

সার্কেলভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিশ্বজিৎ বসু জানান, ধলাই সার্কেলে প্রায় ২৫ কিলোমিটার লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১৭টিরও বেশি খুঁটি ভেঙে পড়েছে, যার ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি। ঊনকোটি সার্কেলে ৪৩.৯ কিলোমিটার তার ছিঁড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ২২টি খুঁটি এবং ৫টি ট্রান্সফর্মার সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়েছে। খোয়াই সার্কেলে পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়াবহপ্রায় ৫৩ কিলোমিটার লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ৪৪টি খুঁটি এবং ১১টি ট্রান্সফর্মার অকেজো হয়ে যায়।

অন্যদিকে সিপাহীজলা সার্কেলে ১৩ এবং ১৮ মার্চের ঝড়ে মোট ১০৬টি খুঁটি ভেঙে পড়ে, ২৬.৯ কিলোমিটার লাইন ছিঁড়ে যায় এবং ৮টি ট্রান্সফর্মার ও ৮টি সাবস্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরা সার্কেলে সর্বোচ্চ সংখ্যক, অর্থাৎ ১০৯টি বৈদ্যুতিক খুঁটি উপড়ে পড়েছে এবং ৩৭.৩ কিলোমিটার তারের ক্ষতি হয়েছে। গোমতী সার্কেলে ৯.৩৩ কিলোমিটার লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ৭৫টি খুঁটি এবং ১৩টি ট্রান্সফর্মার বিকল হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা সার্কেলে ১৬ কিলোমিটার লাইন এবং ১৮টিরও বেশি খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সাথে ৪টি সাবস্টেশনও ঝড়ের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এত বিশাল ক্ষয়ক্ষতির পরেও যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে, তা হল ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের নিরলস পরিষেবা মনোভাব। প্রতিকূল আবহাওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিসবকিছুকে উপেক্ষা করে নিগমের কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নেমে পড়েন। দিন-রাত এক করে তারা ছিঁড়ে পড়া তার মেরামত করেছেন, উপড়ে পড়া খুঁটি সরিয়ে নতুন খুঁটি স্থাপন করেছেন এবং বিকল ট্রান্সফর্মার মেরামতের কাজ চালিয়ে গেছেন।

ফলস্বরূপ, অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ১ থেকে ৩ দিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যে কারণে এত বড় বিপর্যয়ের পরেও সাধারণ মানুষকে দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়নি। এই দ্রুত পরিষেবা পুনরুদ্ধার নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, রাজ্যের বিদ্যুৎ ভোক্তাদের প্রতি ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জানা গেছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বিশ্বজিৎ বসু সাধারণ মানুষের প্রতি সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, দুর্যোগের সময় ছেঁড়া তার বা ক্ষতিগ্রস্ত বৈদ্যুতিক খুঁটির কাছাকাছি যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ ধরনের কিছু নজরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ বিদ্যুৎ নিগম কার্যালয়ে জানাতে তিনি সকলের কাছে আবেদন জানান। তিনি আরও জানান, নিগমের কর্মীরা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হলেও, এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে পরিকাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা নিঃসন্দেহে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের কাজের মধ্য দিয়ে।

সবশেষে বলা যায়, প্রকৃতির এই অপ্রতিরোধ্য রুদ্ররূপের সামনে একদিকে যেমন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পরিকাঠামো, অন্যদিকে তেমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মানুষের সেবা করার এক অদম্য মানসিকতা। আর সেই মানসিকতার নামইত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড।

বিক্রমের বিধ্বংসী সেঞ্চুরি : হার্ভে ক্লাবকে ৫ উইকেটে উড়িয়ে জয়ে ফিরলো ব্লাড মাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন টুর্নামেন্টে বুধবার এক স্মরণীয় জয় তুলে নিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিক্রম কুমার দাসের বিধ্বংসী শতরানের সৌজন্যে হার্ভে ক্লাবকে ৫ উইকেটে পরাজিত করল তারা। টুর্নামেন্টে এটি ব্লাড মাউথের তৃতীয় জয়।হার্ভে ক্লাবের লড়াইএদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে হার্ভে ক্লাব ৪৯ ওভারে ২২১ রানে অল-আউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে অধিনায়ক সাহিল সুলতান ১২০ বলে ৮৪ রানের একটি ধৈর্যশীল ইনিংস খেলেন (১১টি চার, ১টি ছয়)। এছাড়া সন্দীপ সরোজ করেন ৩৪ রান। ব্লাড মাউথ ক্লাবের বোলারদের মধ্যে দাপট দেখান অমিত আলি, সঞ্জয় মজুমদার এবং খোদ অধিনায়ক মণিশঙ্কর মুড়াসিং। প্রত্যেকেই ৩টি করে উইকেট দখল করে হার্ভে ক্লাবের বড় স্কোরের স্বপ্নে জল ঢেলে দেন। অমিত আলি ১০ ওভারে মাত্র ২৮ রান খরচ করেন।বিক্রম-ঝড় ও সহজ জয়২২২ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব মাত্র ২৫.৫ ওভারেই ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। জয়ের প্রধান কারিগর ছিলেন বিক্রম কুমার দাস। তিনি মাত্র ৭৫ বলে ১১৭ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ১১টি চার এবং ৭টি বিশাল ছক্কা। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন আনন্দ ভৌমিক (৭১ রান)। হার্ভে ক্লাবের বোলার রানা দত্ত ২৪ রানে ২ উইকেট নিলেও ব্লাড মাউথের রানের গতি থামাতে পারেননি।ম্যাচ জেতানো অনবদ্য সেঞ্চুরির জন্য বিক্রম কুমার দাসকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় ঘোষণা করা হয়।এই জয়ের ফলে লিগ টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করল ব্লাড মাউথ ক্লাব।ব্লাড মাউথ ক্লাবের যাত্রাপথআজকের জয়ের পর টুর্নামেন্টে ব্লাড মাউথ ক্লাবের পরিসংখ্যান এক নজরে:৬ মার্চ: স্পুলিংগ ক্লাবের বিরুদ্ধে ৭০ রানে জয়।১১ মার্চ: সংহতি ক্লাবের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে জয়।১৫ মার্চ: জেসিসি-র কাছে ১ উইকেটে হার।শতদল সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচটি অমীমাংসিত থাকে।

রাজস্থানের পর বিক্রি হয়ে গেল কোহলিদের বেঙ্গালুরুও

রাজস্থান রয়্যালসের পর বিক্রি হয়ে গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুও। বিরাট কোহলি, স্মৃতি মন্ধানাদের দল কিনে নিল ভারতের আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম। সংবাদমাধ্যম মানিকন্ট্রোল এই খবর জানিয়েছে। দামে রাজস্থান রয়্যালসকে টেক্কা দিয়েছে বেঙ্গালুরু। গত বছর প্রথম বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আরসিবি।

আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামে রয়েছে আমেরিকার ক্রীড়া বিনিয়োগকারী ডেভিড ব্লিটজার, আমেরিকার সংস্থা ব্ল্যাকস্টোন এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া গোষ্ঠী। আরসিবি বিক্রির সরকারি ঘোষণা অবশ্য হয়নি। মনে করা হচ্ছে,বর্তমান মালিক পক্ষের সঙ্গে সব কিছু চূড়ান্ত হয়ে গেলে সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হবে। মানিকন্ট্রোলের দাবি অনুযায়ী, দু'পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত কথা হয়ে গিয়েছে। অন্য একটি সূত্র জানাচ্ছে, ১৭৮ কোটি ডলার বা প্রায় ১৬ হাজার ৭০৬ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে আরসিবির ১০০ শতাংশ মালিকানা।

দলের নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর ডিরেক্টর আর্যমান বিক্রম বিড়লা। ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন টাইমস অফ ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর সত্যন গজওয়ানি। ২০২৬ সালের আইপিএলের পর তাঁরা দায়িত্ব নেবেন। এত দিন বেঙ্গালুরুর মালিক ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি দিয়াজিও পিএলসি। ইন্ডিয়ান আর্ম ইউনাইটেড স্পিরিট লিমিটেডের মাধ্যমে আরসিবি'র কর্মকাণ্ড সামলাতো দিয়াজিও। আরসিবি কেনার লড়াইয়ে ছিল সুইডেনের সংস্থা ইকিউটি এবং মণিপাল হাসপাতাল গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন কনসোর্টয়াম। ওই কনসোর্টিয়ামে ছিল আমেরিকার সংস্থা কোহ্লবার্গ ক্রেভিস রবার্টস (কেকেআর) ও সিঙ্গাপুরের সংস্থা টেমাসেক। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অন্যতম মালিক গ্লেজার্স এবং কোভিডের টিকা তৈরি করা সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার সিইও এবং পুনাওয়ালা ফিনকর্পের চেয়ারম্যান আদার পুনাওয়ালা প্রথম দিকে আরসিবি কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেও পরে সরে যান। বরং আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম শেষ দিকে এই লড়াইয়ে ঢোকে। রাজস্থান রয়্যালস কেনা সম্ভব হবে না বুঝতে পেতে সর্বশক্তি দিয়ে তারা আরসিবি কিনতে ঝাঁপায়। শেষ হাসি তারাই হাসল।

মঙ্গলবারই রাজস্থান বিক্রির খবর প্রকাশ্যে এসেছে। আমেরিকার ব্যবসায়ী কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম রাজস্থানের ১০০ শতাংশ মালিকানা কিনে নিয়েছে। ভারতীয় মূল্যে প্রায় ১৫ হাজার ২৮৫ কোটি ৩৯ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে প্রথম বার আইপিএল জেতা রাজস্থান।

প্রভনূরের বিধ্বংসী শতরান : সংহতিকে হারালো স্ফুলিঙ্গ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ে ফিরলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। বুধবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের পঞ্চম দিনের ম্যাচে তারা ১২০ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল সংহতি ক্লাবকে। এটি টুর্নামেন্টে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের দ্বিতীয় জয়।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৯৬ রানের এক বিশাল স্কোর খাড়া করে। দলের জয়ের ভিত গড়ে দেন ওপেনার প্রভনূর। তিনি ১৩৫ বলে ১২৬ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ১০টি চার ও ৪টি ছক্কার মার। এছাড়া জয়দীপ বণিক করেন ৩৮ রান।সংহতি ক্লাবের পক্ষে প্রতিকূল সেন ৫৬ রান দিয়ে ৪টি এবং দীপঞ্জন দাস ৩টি উইকেট দখল করেন। তবে স্ফুলিঙ্গের রানের গতি তারা রোধ করতে পারেননি।২৯৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় সংহতি ক্লাব। শেষ পর্যন্ত ৪৬.২ ওভারে ১৭৬ রানেই ৯ উইকেট হারিয়ে থমকে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে রাহুল হোসেন ১০১ বলে ৫৮ রান এবং অনিরুদ্ধ দাস ৩০ রান করে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও বাকিরা ব্যর্থ হন।স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বোলারদের মধ্যে বৈভব পাল ৩৪ রান দিয়ে ৩টি এবং অধিনায়ক কৌশল আচার্য ২৩ রান দিয়ে ২টি উইকেট তুলে নেন। ম্যাচে অসাধারণ ব্যাটিং পারফরম্যান্সের জন্য প্রভনূরকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচন করা হয়।এবারের আসরে এটি স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের দ্বিতীয় জয়। এর আগে ১৫ মার্চ হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে ২ উইকেটে জয় পেয়েছিল তারা। ৫টি ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জিতে প্রতিযোগিতায় নিজেদের লড়াই জারি রাখল তারা।

মৌসুম শেষেই লিভারপুল ছাড়বেন সালাহ

সব ভালোর শেষ আছে। প্রায় ৯ বছর ধরে লিভারপুলের সব ভালোর শীর্ষবিন্দু হয়ে থাকা মোহাম্মদ সালাহকেও তাই শেষের সময়টা বলে দিতে হলো। চলতি মৌসুম শেষেই লিভারপুল ছাড়বেন কিংবদন্তি। কাল রাতে ৩৩ বছর বয়সী সালাহ নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় এ ঘোষণা দেন।

লিভারপুল ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে অন্যতম সেরা এই ফুটবলার বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দিনটা চলেই এল। এটা আমার বিদায়ের প্রথম ধাপ। মৌসুম শেষেই আমি লিভারপুল ছেড়ে যাব।'

২০১৭ সালের জুনে ইতালিয়ান ক্লাব রোমা থেকে লিভারপুলে যোগ দেন সালাহ। গত বছরের এপ্রিলে ইংলিশ ক্লাবটির সঙ্গে দুই বছরের নতুন চুক্তি করেন। তবে ক্লাবের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ক্লাব ছাড়বেন 'মিসরীয় রাজা'।লিভারপুলে সালাহ পারফরম্যান্সের যে মানদণ্ড তৈরি করেছেন, সে বিচারে এবারের মৌসুমটা তাঁর মোটেই ভালো যাচ্ছে না। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৪ ম্যাচে গোল মাত্র ১০টি। অ্যানফিল্ডে কাটানো ক্যারিয়ারে এবারের মৌসুমই সালাহর সবচেয়ে কম গোলের মৌসুম হতে যাচ্ছে।

মাঠের পারফরম্যান্সের চেয়ে সালাহকে বেশি পুড়িয়েছে ক্লাবের ভেতরকার অস্থিরতা। গত ডিসেম্বরে লিডসের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্রয়ের পর এক সাক্ষাৎকারে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন সালাহ। সরাসরি বলেছিলেন, ক্লাব তাঁকে 'বলির পাঁঠা' বানাচ্ছে। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতির বিষয়টিও তখন প্রকাশ্যে আসে।গত জানুয়ারির দলবদলেই সালাহর ক্লাব ছাড়ার গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু আফ্রিকা কাপ অব নেশনস খেলে ফিরে আবারও দলের সঙ্গে যোগ দেন এই ফরোয়ার্ড। অ্যানফিল্ড ছাড়ার পর আগামী মৌসুমে সালাহ কোন ক্লাবের হয়ে খেলবেন, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।বিশ্বকাপের আগে সম্প্রতি দু'টি প্রদর্শনী ম্যাচের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সমর্থকদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে, তিনি বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন কি না। অবশেষে তাঁদের আশ্বস্ত করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। চোট পাওয়ার পর প্রথম বার প্রকাশ্যে এলেন তিনি।সোমবার রোনাল্ডো সমাজমাধ্যমে নিজের অনুশীলনের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। লিখেছেন, "প্রতি দিন উন্নতি করছি।" অর্থাৎ রোনাল্ডোর চোট ধীরে ধীরে সারছে। দ্রুত ফুটবল মাঠে ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছে পর্তুগিজ ফুটবলার। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হতে পারেন রোনাল্ডো। ফলে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে কোনও সংশয় থাকার কথা নয়।

মেক্সিকো এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচের জন্য হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে রোনাল্ডোকে ছাড়াই শুক্রবার ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছিল পর্তুগাল। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে আল নাসেরের হয়ে খেলার সময়ে চোট পান রোনাল্ডো। দল ঘোষণার সময়ে পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেস নিশ্চিত করেছিলেন, রোনাল্ডোকে নিয়ে তাঁরা অহেতুক তাড়হুড়ো করতে চান না। তাই তাঁকে বাইরে রেখেই আসন্ন ম্যাচগুলির জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে।মার্তিনেস বলেছিলেন, "রোনাল্ডোর পেশিতে হালকা চোট রয়েছে। আশা করছি এক বা দু'সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবে। ম্যাচ না খেললেও শারীরিক ভাবে ও যে অনুশীলন করেছে, তাতে বোঝা গিয়েছে রোনাল্ডো সেরা ছন্দেই রয়েছে।" বিশ্বকাপেও কি রোনাল্ডোকে পাওয়া যাবে না? নেতিবাচক উত্তর দিয়ে মার্তিনেস বলেছিলেন, "রোনাল্ডোর চোট ততটা গুরুতর নয়। ও বিপদসীমার বাইরে রয়েছে।"মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ২৮ মার্চ পর্তুগাল খেলবে আজতেকা স্টেডিয়ামে। দু'দিন পরে আটলান্টায় আমেরিকার মুখোমুখি হবেন ব্রুনো ফের্নান্দেসরা। দলে রোনাল্ডো ছাড়াও রাখা হয়নি বের্নার্দো সিলভাকে। কারণ সিনিয়র ফুটবলারদের বড় পরীক্ষার আগে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

লিভারপুল জানিয়েছে, 'যত দ্রুত সম্ভব' সমর্থকদের জানাতে চাওয়ার কারণে সালাহ মৌসুমের এ সময়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন। সমর্থকদের প্রতি 'শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা থেকে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবটুকু স্বচ্ছতা' বজায় রাখতে চেয়েছেন তিনি।অ্যানফিল্ডের জীবন সালাহর জীবনে অমোচনীয় স্মৃতি হয়ে থাকবে। কোভিড মহামারির কঠিন সময় পার করা কিংবা সতীর্থ দিয়োগো জোতার অকালমৃত্যুসবই সালাহর হৃদয়ে স্থায়ীভাবে দাগ কেটেছে। লিভারপুলের প্রতি কণ্ঠে মমতা ঝরিয়ে সালাহ বলেন, 'এই ক্লাবের বাইরের কাউকে আমি আসলে ভাষায় বোঝাতে পারব না (লিভারপুল আমার কাছে কী)। আমরা একসঙ্গে জয়ের উৎসব করেছি, পরম আরাধ্য সব ট্রফি জিতেছি। আবার জীবনের কঠিনতম সময়ে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। এখানে থাকাকালে যাঁরা এই ক্লাবের অংশ ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। বিশেষ করে আমার সাবেক ও বর্তমান সব সতীর্থের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

কাজল স্মৃতি ফুটবল : উদ্বোধনী ম্যাচেই পয়েন্ট ভাগাভাগি করলো আগরতলা সিটি ও সুধন্য মেমোরিয়াল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুরু হলো ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। তবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচেই দেখা গেল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। বুধবার টুর্নামেন্টের প্রথম খেলায় আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাব ও সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল কোচিং সেন্টারের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়। খেলার শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের নীতি গ্রহণ করে। ম্যাচের ৩০ মিনিটে ধর্ম সাধন জমাতিয়ার দর্শনীয় গোলে লিড নেয় সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল কোচিং সেন্টার। পিছিয়ে পড়ে গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাব। অবশেষে ম্যাচের ৪২ মিনিটে দলের হয়ে সমতাসূচক গোলটি করেন জন রিয়াং। ৩০-১০-৩০ মিনিটের নির্ধারিত সময়ের শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হওয়ায় পয়েন্ট ভাগ করেই মাঠ ছাড়তে হয় দুই দলকে।জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনএদিন ম্যাচ শুরুর আগে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আসরের সূচনা করেন উমাকান্ত একাডেমি (বাংলা মাধ্যম)-র প্রধান শিক্ষক দুলাল দেবনাথ। প্রথাগতভাবে ফুটবলে কিক-অফ করে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তনী ফুটবলার সুশান্ত দে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন:রতন সাহা, পেট্রন, টিএফএ।প্রণব সরকার, সভাপতি, টিএফএ।অমিত দেব, চেয়ারম্যান, টুর্নামেন্ট কমিটি।এবারের কাজল স্মৃতি ফুটবলে মোট ১৭টি দল অংশগ্রহণ করছে। দলগুলোকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। লিগ পর্বের মোট ২৮টি ম্যাচ শেষে আগামী ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনাল। সেমিফাইনাল হবে ১১ এপ্রিল এবং মহারণ অর্থাৎ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১২ এপ্রিল। টিএফএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দুটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের উদীয়মান ফুটবলারদের প্রতিভা অন্বেষণের এই মঞ্চকে সফল করতে ক্রীড়াপ্রেমীদের সহযোগিতা চেয়েছে অ্যাসোসিয়েশন।

PRESS NOTICEINVITING e-TENDER

P'NIe-T No.: 03/EE/RD/2025-26 Dated 23.03.2026

The Executive Engineer, Resource Division, PWD(WR), Panchamukh, Agartala, Tripura West, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/item-rate e- tender in single bid tendering system from manufacturers of centrifugal pumps of reputed brands: JYOTI, KIRLOSKER, SIEMENS, CROMPTON, MATHER & PLATT, JASCO, CGL, GRW, WPIL or their authorized dealers of Original Equipment Manufacturers (OEMs) for the following work: through e-procurement portal:

D'NIe-T No:	15/ACE(P&DU)/PWD(WR)/DNIeT 2025-26
Name of Work :	Procurement of Centrifugal pump sets With motors (Electrically Operated) for different W.R Schemes G Tripura during the year 2025-26.
Estimated Cost :	Rs. 1,74,74,059.00
Time of Completion :	6(Six) Months
Earnest Money :	Rs. 3,49,481.00
Last date and time of Submission of Bid :	30.03.2026 Upto 3.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-4966/26

Executive Engineer
Resource Division, PWD(WR)
Panchamukh, Agartala, Tripura

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশনে টানা জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে শতদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল শতদল সংঘ। বুধবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত রোমাঞ্চকর ম্যাচে জেসিসি -কে ৩ উইকেটে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান মজবুত করল তারা। এটি টুর্নামেন্টে শতদলের চতুর্থ জয়।সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় জেসিসি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে তারা সংগ্রহ করে ১৮৫ রান। দলের পক্ষে অধিনায়ক রজত দে সর্বোচ্চ ৫১ রান (৭২ বল) করেন। এছাড়া ধনঞ্জয় যাদব (৩৪) ও নিরুপম সেন (২৭) কিছুটা লড়াই করলেও বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় জেসিসি।শতদল সংঘের বোলারদের মধ্যে দুর্দান্ত বোলিং করেন চিরঞ্জিৎ পাল, তিনি ১০ ওভারে মাত্র ৩৪ রান দিয়ে তুলে নেন ৩টি উইকেট। এছাড়া অর্জুন দেবনাথ ও দেবরাজ দে ২টি করে উইকেট দখল করে জেসিসি-র রানের গতি আটকে দেন।১৮৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ৪৬.১ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় শতদল সংঘ। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন দীপজয় দেব, তিনি ৭১ বলে ৫৫ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। মিডল অর্ডারে রিমন সাহার অপরাজিত ৩২ রান এবং দেব বার্নালের ২৮ রান দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়।জেসিসি-র পক্ষে ধনঞ্জয় যাদব ৩৬ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নিলেও দলের হার বাঁচাতে পারেননি। অলরাউন্ড নৈপুণ্যের জন্য শতদল সংঘের অর্জুন দেবনাথকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়। এই জয়ের ফলে ৪ জয় ও ১টি পরিত্যক্ত ম্যাচের সৌজন্যে পয়েন্ট টেবিলের প্রথম স্থানটি নিজেদের দখলে রাখল শতদল সংঘ। টানা জয়ের এই ছন্দ বজায় রেখে টুর্নামেন্টের পরবর্তী রাউন্ডে আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে মাঠে নামবে শতদল সংঘের ক্রিকেটাররা।টুর্নামেন্টে তাদের যাত্রাপথ এক নজরে:৬ মার্চ: হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে ৯১ রানে জয়।১১ মার্চ: স্পুলিংগ ক্লাবের বিরুদ্ধে ১২৭ রানে জয়।১৫ মার্চ: সংহতি ক্লাবের বিরুদ্ধে ১৭২ রানে বিশাল জয়।ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে অমীমাংসিত থাকে।

বিশ্বকাপের টিকিটের 'আকাশছোঁয়া' দাম নিয়ে ফিফার বিরুদ্ধে মামলা

২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিটের আকাশচুম্বী দাম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্ক শুরু হয়েছে বেশ আগে। এবার এটা গড়াল আদালত পর্যন্ত। সাধারণ ফুটবলপ্রেমীদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাওয়া টিকিটের মূল্যকে 'অযৌক্তিক' দাবি করে ফিফার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে ইউরোপের ফুটবল সমর্থকদের জোট 'ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ' (এফএসই)। মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) এই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়।

১১ জুন থেকে ১৯ জুলাইযুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় বসবে ফুটবলের সবচেয়ে বড় এই আসর। ৪৮ দলের এই বিশ্বকাপে মোট ম্যাচ হবে ১০৪টি। এফএসই এবং ইউরোকনজ্যুমারস গ্রুপের সোজা কথা, টিকিটের দাম মাত্রাতিরিক্ত। তাদের অভিযোগ, টিকিট বিক্রিতে ফিফা নিজেদের একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।

এফএসইর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ইউরোকনজ্যুমারস এবং এফএসই ফিফার বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ান কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছে। ফিফা নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্য কাজে লাগিয়ে ইউরোপীয় সমর্থকদের ওপর বিশ্বকাপের টিকিটের অযৌক্তিক দাম, অস্বচ্ছ ও অন্যায্য শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। ফিফার এই শর্ত কোনো প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কখনোই গ্রহণযোগ্য হতো না।'

এফএসইর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এবারের ফাইনালের টিকিটের সর্বনিম্ন দাম শুরু হয়েছে ৪ হাজার ১৮৫ ডলার থেকে (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা), যা ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালের তুলনায় সাত গুণেরও বেশি! তুলনাটা আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায়, ইউরো ২০২৪-এর ফাইনালের সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ছিল মাত্র ৯৫ ইউরো।

এমনকি ফিফার নিজস্ব দরপত্র নথিতেও গড় টিকিটের দাম ১ হাজার ৪০৮ ডলার ধরা হয়েছিল। বাস্তবে তা বহু আগেই সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ফিফা জানিয়েছে, প্রায় ৭০ লাখ টিকিট ছাড়া হয়েছে।

একজন দর্শক এক ম্যাচের সর্বোচ্চ ৪টি এবং পুরো টুর্নামেন্টের ৪০টি টিকিট কিনতে পারবেন।

উত্তর আমেরিকার আয়োজক কমিটি প্রথমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, মাত্র ২১ ডলার থেকে টিকিট পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবতা এর থেকে যোজন দূরে। ক্যালিফোর্নিয়ার লেভিস স্টেডিয়ামে গ্রুপ পর্বে অস্ট্রিয়া-জর্ডান ম্যাচের মতো অপেক্ষাকৃত 'কম গ্ল্যামারাস' লড়াইয়ের টিকিটও বিক্রি হচ্ছে ৬০ ডলারে। বড় দলগুলোর ম্যাচের টিকিটের ন্যূনতম দাম তো ২০০ ডলারের নিচে নামছেই না। আবার ৬০ ডলারের যে সস্তা টিকিটের কথা বলা হয়েছে, সেটাও শুধু বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া দলগুলোর সমর্থকদের জন্য সংরক্ষিত এবং তা প্রতিটি জাতীয় ফেডারেশনের বরাদ্দের মাত্র ১০ শতাংশ। এফএসই বলছে, 'সাধারণের জন্য সংরক্ষিত সেই টিকিটগুলো বিক্রির আগেই হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।'

সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটছে ফিফার নিজস্ব রিসেল বা পুনর্বিক্রয় সাইটে। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া ফাইনালের একটি ক্যাটাগরি-৩ টিকিটের দাম হাঁকা হয়েছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৭৫০ ডলার! মূল দাম যেখানে ছিল মাত্র ৩ হাজার ৪৫০ ডলার, সেখানে পুনর্বিক্রয় বাজারে দাম বেড়েছে ৪১ গুণেরও বেশি। বাংলাদেশি মুদ্রায় একটি টিকিটের দাম দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লাখ টাকা!

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এই পুনর্বিক্রয় বাজারের ওপর কোনো আইনি নিয়ন্ত্রণ নেই। মেক্সিকোতে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা খুব একটা কাজে আসছে না।

টিকিটের এই অগ্নিমূল্য নিয়ে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর যুক্তিচাহিদা বেশি, তাই দামও বেশি। তাঁর কথা, যুক্তরাষ্ট্রের বাজার অনুযায়ী তারা 'ডায়নামিক প্রাইসিং' বা পরিবর্তনশীল দামের নীতি অনুসরণ করছে। অর্থাৎ ম্যাচের গুরুত্ব ও চাহিদা অনুযায়ী টিকিটের দাম বাড়বে বা কমবে।

তবে সমর্থকদের দাবি, এই পদ্ধতির কোনো স্বচ্ছতা নেই। এফএসই বলছে, এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার সময় টিকিটের দাম হুট করে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। টিকিট কাটার প্রক্রিয়া শুরু করার আগে একজন সমর্থক জানতেই পারছেন না তাঁকে শেষ পর্যন্ত কত ডলার গুনতে হবে। সব মিলিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছেএই উৎসব আসলে কার জন্য?

এলিসের পরিবর্তে ধোনির দলে নতুন জোরে বোলার

আইপিএল শুরুর আগে চোট-আঘাতে বিব্রত দলগুলি। একের পর এক ক্রিকেটার ছিটকে যাচ্ছেন। তেমনই চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে পারবেন না নাথান এলিস। আইপিএল শুরুর চার দিন আগে অস্ট্রেলিয়ার জোরে বোলারের পরিবর্ত খুঁজে নিল পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নেরা।জোরে বোলিং আক্রমণ নিয়ে দিশাহারা কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষ। দলের প্রথম সারির তিন জোরে বোলারের খেলার সম্ভাবনা নেই। শ্রীলঙ্কার মাথিশা পাথিরানাকে নিয়েও অনিশ্চয়তা অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে কেকেআর কর্তৃপক্ষ যখন পরিবর্ত ক্রিকেটারের খোঁজে হন্যে, তখনই কলকাতার প্রাক্তন এক বোলারকে তুলে নিলেন চেন্নাই কর্তৃপক্ষ। চোটের জন্য আইপিএল খেলতে পারবেন না এলিস। তাঁর পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ারই স্পেনসার জনসনকে সই করাল চেন্নাই। জনসনকে ১.৫ কোটি টাকায় নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে কিছু দিন আগে পাকিস্তান সুপার লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন জনসন।অস্ট্রেলিয়ার হয়ে পাঁচটি এক দিনের ম্যাচ এবং আটটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন জনসন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৮টি উইকেট রয়েছে তাঁর। ৩০ বছরের জোরে বোলার গত মরসুমে কেকেআরের হয়ে আইপিএল খেলেছেন। ২০২৪ সালে তিনি ছিলেন গুজরাত টাইটান্সে। আইপিএলে ন'টি ম্যাচ খেলে তাঁর উইকেট সংখ্যা ৫। কয়েক দিনের মধ্যেই মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের দলে যোগ দেবেন জনসন।

৩ কারণে বল পরিবর্তন করা যাবে আইপিএলে, কী কী? যাবতীয় নিয়ম জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

আসন্ন আইপিএলে বল পরিবর্তনের নিয়ম জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তিনটি ক্ষেত্রে বল পরিবর্তন করা যাবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মাঠের আম্পায়ারেরা। সন্ধের ম্যাচগুলিতে পরে বোলিং করা দলের অধিনায়কও প্রয়োজনে বল পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিসিসিআইয়ের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ম্যাচ চলাকালীন বল হারিয়ে গেলে বা কোনও কারণে বল ফেরত পাওয়া না গেলে বা আম্পায়ারেরা বলটি খেলার অযোগ্য মনে করলে তা পরিবর্তন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে নতুন বল পাওয়া যাবে না। হারিয়ে যাওয়া বা খারাপ হয়ে যাওয়া বলটিতে যত ওভার খেলা হয়েছিল, তত ওভার (প্রায়) খেলা হয়েছে, এমন একটি বল ব্যবহার করা যাবে পরিবর্ত হিসাবে। নতুন বল নেওয়া হলে ব্যাটারদের এবং ফিল্ডিং দলের অধিনায়ককে জানাতে হবে আম্পায়ারদের। পরে বোলিং করা দলের অধিনায়ক চাইলে ১০ ওভারের পর বল পরিবর্তনের আবেদন করতে পারবেন। ওভারের মাঝে আবেদন করা যাবে না। দু'টি ওভারের মাঝে আবেদন করতে হবে মাঠের আম্পায়ারদের কাছে। বৃষ্টি বা শিশিরে বল ভিজে যাওয়ার সমস্যার কথা মাথায় রেখেই এই নিয়ম। আম্পায়ারেরা বল পরীক্ষা করে দেখবেন। পরে ফিল্ডিং করা দলের অধিনায়কের আবেদন যুক্তিসঙ্গত মনে হলে বল পরিবর্তন করা হবে। এ ক্ষেত্রেও প্রায় সমান ওভার ব্যবহৃত বলই দেওয়া হবে পরিবর্ত হিসাবে। এই নিয়ম শুধু সন্ধের ম্যাচগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আম্পায়ারেরা ম্যাচের যে কোনও সময় বল পরিবর্তন করতে পারবেন। তাঁরা যদি মনে করেন, বলটি খেলার উপযুক্ত অবস্থায় নেই, তা হলে পরিবর্তন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রেও নতুন বলটি প্রায় সমসংখ্যক ওভার ব্যবহৃত হতে হবে। ব্যাটার এবং ফিল্ডিং করা দলের অধিনায়ককে জানাতে হবে বিষয়টি।

বুধবার আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে শহরের পূর্ব ও সেন্ট্রাল জোনে মশার প্রজনন রোধে ড্রেনগুলিতে ছাড়া হলো লার্ভিভোরাস মাছ।

ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন: ৩ এবং ৪ এপ্রিল পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ

আগরতলা, ২৫ মার্চ: ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কর্তব্যরত সরকারি কর্মচারি ভোটারদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ করা হবে আগামী ৩ এপ্রিল ও ৪ এপ্রিল, ২০২৬। ধর্মনগরের বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনে উল্লেখিত দিনগুলিতে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হবে। ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে এই সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, নির্বাচনী ডিউটিতে থাকা পোলিং পার্সোনাল, পুলিশ কর্মী, চালক, মাইক্রো অবজারভার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মী যারা আগামী ৯ এপ্রিল, ২০২৬ ভোটের দিন ভোটের কাজে কর্তব্যরত থাকবেন, তারা পোস্টাল ব্যালটে এই ভোট দেওয়ার সুবিধা নিতে পারবেন। পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ইচ্ছুক ভোটারদের ফর্ম-১২ পূরণ করে সাথে ভোটের কাজে নিযুক্তির নিয়োগপত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে। আগামী ২ এপ্রিল, ২০২৬ বিকাল ৫টার মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে তা জমা করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, প্রার্থীদের নির্বাচনী এজেন্ট বা প্রতিনিধি যারা ফর্ম- ১০ অনুসারে নিয়োগপ্রাপ্ত তারা প্রতি প্রার্থীর জন্য ২ জন করে পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণের দিনগুলিতে বীর বিক্রম ইন্সটিটিউশনে উপস্থিত থাকতে পারবেন। ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জল জীবন মিশন ও অটল জলধারা প্রকল্পে তীব্র সমালোচনা, গণপ্রতিরোধের আহ্বান প্রদেশ কংগ্রেসের

আগরতলা, ২৫ মার্চ: রাজ্যে পানীয় জলের ভয়াবহ সংকট এবং জল জীবন মিশন ও অটল জলধারা প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে তীব্র সমালোচনা করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, গত আট বছরে এই প্রকল্পগুলি মানুষের জীবনে স্বস্তি আনার বদলে একপ্রকার "নির্মম পরিহাসে" পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, পাহাড়, গ্রাম ও শহরসব জায়গাতেই পানীয় জলের হাহাকার চরমে। খোদ আগরতলা শহরেও একসময় যেখানে সহজেই নলকূপ বা পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সংগ্রহ করা যেত, বর্তমানে তা প্রায় দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের বহু এলাকায় নিয়মিত জল সরবরাহ বন্ধ থাকছে এবং যে জল পাওয়া যাচ্ছে, তার মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, সেই জলে ময়লা, পোকামাকড়, এমনকি বিষাক্ত উপাদানও দেখা যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে বহু মানুষ বাধ্য হয়ে বোতলজাত জল বা পরিশোধিত জলের উপর নির্ভর করছেন। কিন্তু তাতেও পুরোপুরি নিরাপত্তা মিলছে না বলে দাবি কংগ্রেসের। জলবাহিত রোগ যেমন জন্ডিস, কলেরা ও টাইফয়েডের প্রকোপও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। অন্যদিকে পাহাড়ি ও গ্রামীণ এলাকায় পাইপলাইন বসানো হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি অকার্যকর। অনেক জায়গায় ট্যাপ থেকে জল না এসে হাওয়া বের হওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। ডিপ টিউবওয়েলগুলির ক্ষেত্রেও যথাযথ গভীরতায় কাজ না হওয়ায় সেগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে বলে দাবি।

প্রবীর চক্রবর্তী আরও অভিযোগ করেন, এই সমস্ত প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি ও নিম্নমানের কাজ হয়েছে। প্রশাসনিক দুর্বলতা, সময়মতো ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা না দেওয়া এবং বরাদ্দ অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় না হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কমে গেছে বলেও তিনি দাবি করেন। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমা থাকার মতো গুরুতর অনিয়মের অভিযোগও তোলেন তিনি।

তিনি বলেন, পাহাড়ি অঞ্চলে জলাশয় ও ছড়া শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়েছে। ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। ফলে প্রায়শই পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধের মতো আন্দোলন দেখা যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যের মানুষকে সতর্ক করে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার আবেদন জানান কংগ্রেস মুখপাত্র।

প্রবীর চক্রবর্তীর দাবি, অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে রাজ্যের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী ও এসপি'র কাছে সদ্য স্বামীহারা গৃহবধূর সাহায্যের আবেদন

বিশালগড়, ২৫ মার্চ : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এবং সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মার কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন সদ্য স্বামীহারা গৃহবধূ সুপ্রিয়া শীল মজুমদার। বুধবার দুপুরে চড়িলাম ব্লকের চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাটার্জি কলোনি এলাকায় এই ঘটনা সামনে আসে।জানা যায়, সুপ্রিয়া শীল মজুমদারের স্বামী স্বপন মজুমদার গত ১৬ মার্চ চড়িলাম পরিমল চৌমুহনি বাজারে বাজার পাহারা দেওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী লরির ধাক্কায় নিহত হন। ঘটনার প্রায় ১২ দিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত ঘাতক লরিটিকে আটক করতে পারেনি বিশালগড় থানার পুলিশ।অভিযোগ, গৃহবধূ ইতিমধ্যেই বিশালগড় থানায় এবং সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেছেন। এমনকি ঘটনাস্থলের পাশের একটি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ থেকে লরির ছবি সংগ্রহ করে পুলিশকে দিয়েছেন। কিন্তু এরপরেও পুলিশের তরফে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তার। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লরির নম্বর স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না।এদিকে, সুপ্রিয়া দেবী অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সদস্য। তার দুই ছোট ছেলে রয়েছে। বড় ছেলে শান্তনু মজুমদার অষ্টম শ্রেণির ছাত্র এবং ছোট ছেলে রাজদীপ মজুমদার চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। স্বামীর মৃত্যুর পর পরিবারের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তার কাঁধে এসে পড়েছে। তিনি নিজেও দিনমজুরির কাজ করে সংসার চালান।গৃহবধূর অভিযোগ, যদি দ্রুত ঘাতক লরিটিকে সনাক্ত করে আটক করা না হয়, তবে কোনও সরকারি ক্ষতিপূরণ বা সহায়তাও পাওয়া সম্ভব হবে না। ফলে তার দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার রাতে লরিটি বিশ্রামগঞ্জ, বিশালগড় ও আমতলী থানার নাকা পয়েন্ট অতিক্রম করেছে। সংশ্লিষ্ট থানাগুলির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলে সহজেই গাড়িটিকে শনাক্ত করা সম্ভব বলে তার দাবি। তবে পুলিশ কেন সেই পদক্ষেপ নিচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুপ্রিয়া শীল মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ সুপারের কাছে আর্জি জানান, যাতে দ্রুত ঘাতক গাড়িটিকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হয়।এলাকাবাসীরও দাবি, প্রশাসন আন্তরিক হলে অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়িটিকে আটক করা সম্ভব। এখন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপই একমাত্র ভরসা বলে মনে করছেন অসহায় গৃহবধূ ও স্থানীয় মানুষজন।

মনোনয়ন পর্বে বিজেপির অতিথি তালিকা ঘিরে জোর চর্চা, সর্বত্র শীর্ষ নেতৃত্বের মোতায়েন

আগরতলা, ২৫ মার্চ: আগামী ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তৎপরতা তুঙ্গে। এরই মধ্যে বিজেপির মনোনয়ন জমা দেওয়াকে ঘিরে প্রকাশ্যে এসেছে অতিথি তালিকা।

এই তালিকা অনুযায়ী, ২৮টি জেলার প্রতিটি কেন্দ্রেই মনোনয়ন পর্বে উপস্থিত থাকবেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব, মন্ত্রী, বিধায়ক এবং সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বিভিন্ন কেন্দ্রে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

দলীয় সূত্রে খবর, এই উপস্থিতি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং তৃণমূল স্তরে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় শক্তি প্রদর্শন, মনোনয়ন জমা দিলেন তিপ্রা মথার উৎপল দেববর্মা

আগরতলা, ২৫ মার্চ: আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ি জনপদে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে। এই আবহেই সোমবার ১১ মহারানী—তেলিয়ামুড়া কেন্দ্র থেকে তিপ্রা মথা দলের মনোনীত প্রার্থী উৎপল দেববর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিলেন।

চাকমাঘাট এলাকা থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে এ দিন এক বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করা হয়। ঢাক-ঢোল ও স্লোগানে মুখর পরিবেশে প্রার্থীকে নিয়ে মিছিলটি তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথজুড়ে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। পরে মিছিলটি মহকুমা শাসকের দফতরে পৌঁছালে, নির্ধারিত নিয়ম মেনে উৎপল দেববর্মা তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়ন দাখিলের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উৎপল দেববর্মা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, এলাকার মানুষের পূর্ণ সমর্থন তাঁর পাশে রয়েছে। উন্নয়নই তাঁর নির্বাচনী লড়াইয়ের মূল ইস্যু বলেও তিনি উল্লেখ করেন। জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলেই দাবি করেন তিনি।

এ দিন প্রার্থীর সমর্থনে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি রাজনৈতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তেলিয়ামুড়ায় শক্তি প্রদর্শন, মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া

তেলিয়ামুড়া, ২৫ মার্চ: আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে ঘিরে পাহাড়ি জনপদে ক্রমশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। এরই মাঝে ১১ মহারানী---তেলিয়ামুড়া কেন্দ্র থেকে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন।

বুধবার সকাল থেকেই জারুইলং বাড়ি এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ঢাক-ঢোল, দলীয় পতাকা এবং স্লোগানে মুখরিত পরিবেশে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এসে পৌঁছায়। এতে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি কার্যত শক্তি প্রদর্শনের রূপ নেয়। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়ার মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী-এর কাছে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেন বিল্লু জমাতিয়া। এই সময় তাঁর সঙ্গে দলের স্থানীয় নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে এই শক্তি প্রদর্শন এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও তীব্র করে তুলবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে র‍্যালিটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলেও মত অনেকের।

এদিকে, রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এক সাক্ষাৎকারে আত্মবিশ্বাসের সুরে জানান, এই কেন্দ্রে তাদের জয় নিশ্চিত।

বোধজংনগরে আধুনিক দক্ষতা কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে উড়িশ্যার ওয়ার্ল স্কিল সেন্টারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত

আগরতলা, ২৫ মার্চ: আগরতলার বোধজংনগরে সৌন্দর্য ও সুস্থতা ক্ষেত্রে একটি আধুনিক দক্ষতা কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে আজ ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে উড়িশ্যার ওয়ার্ল স্কিল সেন্টারের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই উপলক্ষে উড়িশ্যা সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং ওয়ার্ল স্কিল সেন্টারের চিফ অপারেটিং অফিসার পিষ্টি পট্টনায়েক তার দল সহ ত্রিপুরা সফর করেন। দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তঃ রাজ্য সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই সহযোগিতার মূল লক্ষ্য হল রাজ্যে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ মানদন্ড এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, যাতে যুব সমাজ দ্রুত বিকাশমান সৌন্দর্য ও সুস্থতা ক্ষেত্রে শিল্প সংশ্লিষ্ট ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

এই কেন্দ্রটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, গুণগতমান সম্পন্ন এবং চাহিদা কেন্দ্রীক প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবে, যার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য উৎকর্ষ এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার জন্য সুপরিচিত উড়িশ্যার ওয়ার্ল স্কিল সেন্টারের সাথে এই অংশদারিত্ব জ্ঞান বিনিময়, উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণার্থী ও প্রার্থীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো গ্রহণে সহায়তা করবে। হাঁপানিয়ায় প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক দক্ষতা কেন্দ্র ও কর্মসংস্থান হাব-এর পাশাপাশি এ ধরণের অন্যান্য সহযোগিতামূলক উদ্যোগ ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দক্ষ জনশক্তির একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই উদ্যোগটি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে যুব সমাজকে ক্ষমতায়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই জীবিকা অর্জনে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের অঙ্গীকারেই প্রতিফলন। দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

উনকোটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড
ইসবপুরে শর্ট সার্কিটে তিন পরিবারের ছয়টি ঘর পুড়ে ছাই, লক্ষাধিক ক্ষতি

কৈলাসহর, ২৫ মার্চ : উনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত ইসবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বালুছড়া এলাকায় বুধবার দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে তিনটি পরিবারের মোট ছয়টি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সম্পূর্ণ বসতবাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রথমে সযাতুল ইসলামের ঘরে আগুন লাগে। পরে দ্রুত সেই আগুন পাশের আরও দুটি পরিবারের ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয় এবং ঘরের ভেতরে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় নথি ও অন্যান্য সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আকস্মিক এই বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এলাকাবাসীর দাবি, ঘটনায় আনুমানিক ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকারও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় যুবক আনসার আলী জানান, এলাকার রাস্তা সরু হওয়ায় দমকল বাহিনীর গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে বিলম্ব হয়। ফলে দমকল পৌঁছানোর আগেই আগুনে সবকিছু পুড়ে যায়।

পরে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, তবে ততক্ষণে সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি প্রশাসনের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার কাছেও সহযোগিতার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবিও উঠেছে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে।

টিটিএএডিসি নির্বাচন: লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র জমা দেবার নির্দেশ

আগরতলা, ২৫ মার্চ: আসন্ন টিটিএএডিসি''র সাধারণ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের পূর্বে, ভোটের দিন এবং ভোটের পরবর্তী সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক জেলার অন্তর্গত সমস্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। অস্ত্র আইন, ১৯৫৯-এর অধীনে এই আদেশ জারি করে জেলাশাসক জানিয়েছেন যে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীদের সমস্ত শ্রেণীর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ আগামী ৩০ মার্চ, ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে। তবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্যাঙ্ক সমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীদের লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবেনা। উল্লেখিত তারিখের পর কোন ব্যক্তির কাছে যদি কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা গোলাবারুদ পাওয়া যায় তবে তিনি আইনানুগ বিচারের সম্মুখীন হবেন এবং অস্ত্র আইন ১৯৫৯-এর প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী তার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

সিপিএম স্বশাসিত জেলা এলাকায় উন্নয়ন অবহেলা করেছে : মন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ মার্চ: ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন জমার র‍্যালিতে জনসাধারণের উচ্ছ্বাস এবং উৎসবমুখর পরিবেশ প্রমাণ করছে যে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বিপুল ভোটে জয়ের দিকে এগোচ্ছে।

আজ বোধজংনগর—ওয়াখিনগর কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রণবীর দেববর্মা এবং ১৩ নং সিমনা তমাকারি কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ইন্দ্রজিৎ দেববর্মার সমর্থনে মোহনপুরে আয়োজিত সুবিশাল এবং উৎসবমুখর মনোনয়ন র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই কথা বলেন।

তিনি বলেন, গত ৭.৫ বছরে বিজেপি শাসনের সময় রাজ্য, স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকা এবং সাধারণ অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। আমাদের সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নেও কাজ করেছে। পাহাড়ি অঞ্চলেও আমরা উন্নয়নের কাজ করেছি। আমরা মানুষের কাছে ভোট চাই উন্নয়নের ভিত্তিতে; যদি আমরা উন্নয়ন না করি, তাহলে ভোট নেওয়ার দরকার নেই। যারা আগে সরকারে ছিল, বিশেষ করে সিপিএম, তারা এত কম সময়ে বিজেপি যে কাজ করেছে, তা করতে পারবে না।

মন্ত্রী আরও বলেন রাজ্যজুড়ে বিজেপি প্রার্থীরা আজ মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, বিজেপি নির্বাচনে জিতবে এবং বড় ব্যবধানে জয়লাভ করবে। আমরা অশান্তি চাই না। আমাদের দল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ভালো ফলাফলের আশা করছেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বিজেপির প্রতি উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। আমরা জোরপূর্বক ভোট চাই না।

মন্ত্রী বলেন যেভাবে মানুষ আমাদের মনোনয়ন র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে, তা আমাদের জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম; তারা যদি একটি আসনও পায়, তাহলে তা রাজ্যের জন্য ভালো হবে না। তারা জনজাতি মানুষকে দমন করেছে এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার জন্য কখনো কাজ করেনি। আমাদের সরকার এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় আরও কাজ করতে চায়, পাশাপাশি অন্যান্য এলাকাতেও, যাতে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়ন দেওয়া যায়।

দুর্গাবাড়িতে জাঁকজমকপূর্ণ বাসন্তী পূজা, মহাসপ্তমীতে ভক্তদের ঢল

আগরতলা, ২৫ মার্চ: অন্যান্য বছরের মতো এবারও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে রাজধানী আগরতলা শহরের দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাসন্তী পূজা। আজ মহাসপ্তমী তিথিতে মণ্ডপে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়, ভক্তদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

ঠোঁট ও তালু কাটা সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের মুখে হাসি ফেরাতে বিনামূল্যে সার্জারি ক্যাম্প

আগরতলা, ২৫ মার্চ: রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (আর.বি.এস.কে.)-এর উদ্যোগে আগরতলার এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে ঠোঁট ও তালু কাটা সমস্যায় থাকা শিশুদের জন্য একটি বিশেষ স্ক্রিনিং ও সার্জিক্যাল ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয়েছে। এই ক্যাম্পটি ২৩ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত মিশন স্মাইল-এর সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে।

ক্যাম্পের প্রথম দিন, ২৩ মার্চ, মোট ৫৭ জন শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ৪৪ জন শিশুকে অস্ত্রোপচারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩২টি সফল সার্জারি সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি অপারেশনগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হবে।

এই ক্যাম্পের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম''র আওতায় চিকিৎসক দলের দ্বারা চিহ্নিত শিশুদের ক্লেফ লিপ ও ক্লেফ প্যালেটের চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের ফলে জন্মগত এই ত্রুটিতে আক্রান্ত শিশুদের শারীরিক সমস্যা দূর হওয়ার পাশাপাশি তাদের কথা বলা, খাওয়া-দাওয়া এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে অনেক উন্নতি হবে। একই সঙ্গে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং মানসিক বিকাশেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম''র অধীনে ইতিমধ্যে রাজ্যের ১০০০-এরও বেশি ঠোঁট ও তালু কাটা সমস্যায় আক্রান্ত শিশুর সফল চিকিৎসা করা হয়েছে। এর ফলে অসংখ্য শিশুর মুখে নতুন করে হাসি ফুটেছে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। ক্যাম্পটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সব সুবিধাভোগীদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য কর্মীরা সমন্বিতভাবে নিরলস কাজ করে চলেছেন।

টিটিএএডিসি নির্বাচন ঘিরে সরগরম রাজনীতি: শান্তির বাজারে বিজেপির শক্তি প্রদর্শন, মনোনয়ন জমা সঞ্জীব রিয়াংয়ের

শান্তির বাজার, ২৫ মার্চ : আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দান। বুধবার শান্তির বাজারে শক্তি প্রদর্শন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজপথ কাঁপিয়ে বিশাল মিছিলের মধ্য দিয়ে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের নিকট নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন ২৬ বীরচন্দ্র-কলসী (ষ্ট) কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াং। এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। কয়েক হাজার দলীয় সমর্থক গেরুয়া আবির এবং দলীয় পতাকা নিয়ে মিছিলে শামিল হন। বর্ণাঢ্য এই মিছিলে সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। সঞ্জীব রিয়াং-এর এই মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় তাঁর পাশে থেকে মনোবল বাড়াতে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং এবং শান্তির বাজার মণ্ডল সভাপতি দেবাশীষ ভৌমিক। এছাড়াও দলের জেলা ও মণ্ডল স্তরের বিভিন্ন পদাধিকারী ও কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সঞ্জীব রিয়াং জয়ের ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, এলাকার উন্নয়ন এবং মানুষের সেবার লক্ষ্যেই তাঁর এই লড়াই। উপস্থিত নেতৃত্বও দাবি করেন, এই কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হবে বিজেপি। শান্তির বাজারের আজকের এই মিছিল রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। নির্বাচনের আগে শাসক দলের আত্মবিশ্বাসকে তা আরও জোরদার করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচন: দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি বিজেপির, মনোনয়ন দাখিল ডেভিড দেববর্মার

আগরতলা, ২৫ মার্চ:ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক ডেভিড দেববর্মা আজ খোয়াই মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে নিজের মনোনয়ন দাখিল করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে দলের জয়ের ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মনোনয়ন দাখিলের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডেভিড দেববর্মা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দল একটি নিরঙ্কুশ জয় ছিনিয়ে আনবে।

তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদ এ এবার পরিবর্তনের হাওয়া বইছে এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ উন্নয়নমুখী ও স্বচ্ছ প্রশাসনের পক্ষে মত দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে টিটিএএডিসিতে একটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas